

শহর ও জেলার খবর

রাজ্যে বাম সরকারের আমলে সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষের পরিবারের কুড়িজনের চাকরি হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ— যখন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চাকরি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে তুলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সোরগোল ফেলে দিয়েছে ঠিক সেই সময় কৈঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরিয়ে আসছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক সময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ সিপিএম নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ রাজ্যে মন্ত্রী থাকাকালীন প্রভাব খাটিয়ে তার পরিবারের কুড়িজনের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। গড়বেতার সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার পরিবারের ও নিকট আত্মীয়দের চাকরি দিয়েছেন বলে ভাইরাল হয়েছে একটি চিরকুট, কিন্তু যা নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে সোরগোল শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গড়বেতা এক ব্লকের সভাপতি সেবান্ত ঘোষ

বলেন, সুশান্ত ঘোষ মন্ত্রী থাকাকালীন কি করেছে তা ভালাে করে জেলার মানুষ সবাই জানেন। তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার পরিবারের ও নিকট আত্মীয়দের কুড়িজনকে চাকরি দিয়েছে। তার স্ত্রী শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন, সুশান্ত বাবুর বোনদের মধ্যে অনেকেই সরকারি চাকরি করতেন। কেউ স্কুলের শিক্ষকতা করেন, কেউ আইসিডিএস-এর সুপারভাইজার। শুধু তাই নয় প্রভাব খাটিয়ে বোনদের স্বামীদেরও চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। এক বানেন স্বামী মেদিনীপুর প্রাইমারি বোর্ডে চাকরি করেন। এছাড়াও সুশান্ত ঘোষের মামার বাড়ির পরিবারের একাধিক জন সরকারি চাকরি করেন। শ্যালক, শালিকা থেকে শুরু করে সুশান্ত ঘোষের একাধিক আত্মীয় পরিবহন দপ্তর সব বিভিন্ন বিভাগে সরকারি চাকরি পেয়েছেন। ওইসব চাকরি কি নিয়ম মেনে সুশান্ত ঘোষ তার পরিবারের

সদস্যদের পাইয়ে দিয়েছিলেন তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই সময় সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারো ছিল না। তাই গড়বেতার মানুষ মুখ বন্ধ করে সবকিছুই সহ্য করেছে। যার ফলে কৈঁচো খুঁড়তে গিয়ে এখন কেউটে বেরিয়ে আসছে। সিপিএম নেতারা সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে সুশান্ত ঘোষকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নিজেদের দুর্নীতি ঢাকার জন্য অপরের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মিথ্যা অভিযোগ করছে। তৃণমূল কংগ্রেস সুশান্ত ঘোষের পরিবারের যারা চাকরি পেয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। শুধু সুশান্ত ঘোষ নয় তৎকালীন বাম নেতাদের পরিবারের একাধিক সদস্যের প্রভাব খাটিয়ে চাকরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। যা নিয়ে জেলার রাজনীতিতে ফের আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

উঃ-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং প্রয়াত

সৈয়দ হাসমত জালাল



ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং ২৭ মার্চ, সোমবার সকালে ত্রিপুরার আগরতলায় আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। সেসময় তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও অবকাশ পাওয়া যায়নি। তার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

ককবরক ছিল তাঁর মাতৃভাষা। ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান চন্দ্রকান্ত ককবরক ভাষাতেই কবিতা লিখে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ককবরক ত্রিপুরার প্রান্তিক ভাষা হিসেবেই একমাত্র পরিগণিত হতো। পরে ১৯৭৯ সালে তা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম স্বীকৃত ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী আন্দোলন এবং পাত্র প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর কবিতায় ত্রিপুরার নিবিড় প্রকৃতি, পাহাড়, নদী, পাখির গানের সঙ্গে উঠে এসেছে জনজাতি-জীবনের যন্ত্রণা। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতা বা দিল্লির উজ্জ্বল সেমিনার কক্ষে ছিল তাঁর বিচরণ। জনজাতি ও বাঙালি মৈত্রীর ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ‘কীটাজলি’ তিনি অনুবাদ করেছিলেন গীতারক ভাষায়।

১৯৯৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ককবরক সাহিত্য অ্যাকাডেমি। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মৌখিক সাহিত্য কেন্দ্রের অধিকারী। তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন, ‘কথা এখানে সুলভ এবং তার সরবরাহের অভাব নেই, আর তাই তার প্রতি কর্ণপাত করে না সরকার।’

তাঁর মৃত্যুতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

ফরচুন গ্যারান্টি সুপ্রিম চালু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বিমাকারী সংস্থা টাটা এআইএ লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ফরচুন গ্যারান্টি সুপ্রিম চালু করেছে। এটি একটি নন-লিফ্ড, নন-পারটিসিপেটিং, গ্যারান্টিড সেভিংস প্ল্যান, যা গ্যারান্টিযুক্ত নিয়মিত জনবিমা কভার প্রদান করে এবং বিনিয়োগের প্রথম মাস থেকেই আয় হয়। টাটা এআইএ ফরচুন গ্যারান্টি প্ল্যানটি অনেক সুবিধা প্রদান করে।

মুর্শিদাবাদের অভিযুক্ত শিক্ষককে ৬ এপ্রিলের মধ্যে গ্রেপ্তারের নির্দেশ হাইকোর্টের

মোল্লা জসিমউদ্দিন

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তদন্তকারী হিসাবে রয়েছে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি। তবে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি কে হাতেগোনা কয়েকটি মামলায় তদন্তভার তুলে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যার মধ্যে অন্যতম মুর্শিদাবাদের গোথা স্কুলের ‘ভূয়ো’ শিক্ষকের ঘটনাটি। এই মামলার তদন্তভার সিআইডি ডিভি-৭ হাতে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কিন্তু তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবার সিআইডি ডিআইজি-৭ ওপরই রেগে গেলেন খোদ বিচারপতি। সোমবার এই মামলার শুনানি পূর্বে বিচারপতি বলেন, ‘এই মামলার তদন্তে সিআইডি ডিআইজি শুণু আদালতকে নিরাশ করেছে তাই নয়, ধীর গতিতে তদন্ত করেছে।’ উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের ওই স্কুলে চাকরি করছিলেন অনিমেষ তিওয়ারি। অভিযোগ, সুপারিশপত্র মেনে নবলক করে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার তদন্তে সিবিআই নয়, সিআইডি ডিআইজির উপর ভরসা রেখেছিল আদালত। সোমবার এই মামলার শুনানিতে সেই প্রশ্নও তুলে বিচারপতি বসু বলেন, ‘তদন্তে সিআইডি ডিআইজি-৭ উপর আস্থা রেখে আদালত কি ভুল করেছে?’ এখানেই খেমে থাকেনি বিচারপতি বসু। তিনি আরও এনিম বলেন, এই মামলায় সিআইডি ডিআইজি এখনও পর্যন্ত শুণু বাবাকে গ্রেফতার করেছেন। মা-ছেলে নিরপেক্ষ হল কীভাবে?’ প্রশ্নসত্ত, অনিমেষের বাবা ছিলেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনিই ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার মুর্শিদাবাদের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, ‘আমি কিছু শুনতে চাই না। যেখান থেকে হোক অভিযুক্ত শিক্ষককে খুঁজে বের করন।’ সিআইডি ডিআইজিকে আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার রিপোর্ট দিতে বলেছে আদালত। বিচারপতি বলেন, ‘তদন্তে যে গাফিলতি হয়েছে

সেটা স্পষ্ট’। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে যদি অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা না হয় তবে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অধিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঋশিয়ারিও দেন বিচারপতি। মুর্শিদাবাদের গোথা আবার হাইস্কুলের শিক্ষক নিয়োগের তদন্তে সিআইডির ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিস তিওয়ারির বিরুদ্ধে মেমো নম্বর জাল করে ছেলে অনিমেষকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আগেই এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সোমবার বিচারপতি বলেন, ‘সিআইডির ভূমিকায় আমি একবারে সন্তুষ্ট নই। তদন্ত সঠিক পথে এগোচ্ছে না। এ ভাবে তদন্ত চললে সিআইডির ডিআইজিকে ডেকে পাঠাব। প্রয়োজনে আদালতের পর্যবেক্ষণ সার্ভিস বৃকে উল্লেখ করতে নির্দেশ দেব। সেটা কিন্তু ভাল হবে না।’ বিচারপতি আরও বলেন, ‘মামলাকারীরা সিবিআই তদন্তের দাবি করেছিলেন। আমি সিআইডি উপর ভরসা করছিলাম। তার এই পথগত। এমন কাজ মন্তব্য করতে বাধ্য করবেন না বা বিহার সিআইডির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।’ আদালতের প্রশ্ন, কেন অভিযুক্ত এবং বহিষ্কৃত শিক্ষক অনিমেষ তিওয়ারিকে এখনও গ্রেফতার করা গেল না? কী ভাবে এত দিন তিনি বেতন পেছেন? কার দান্যাতায় সেটা হয়? কেন এখনও তার সন্ধান পেল না সিআইডি? আগামী ৬ এপ্রিল এই বিষয়ে আবারও রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। সোমবার শুনানিতে সিআইডি জানায়, ‘অনিমেষ এ রাজ্যে নেই।’ তাঁর মোবাইল ফোনের লোকেশন কখনও উত্তরপ্রদেশ, কখনও বা বিহারে খোঁষাচ্ছে। সুতির স্কুলে ভূগোলের শিক্ষক আরবিন্দ মাইতির নিয়োগপত্রের মেমো নম্বর জাল করে আশিসের সিলে অনিমেষ চাকরি পেয়েছেন, এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে মূল অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার সিআইডি তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণে কতটা কার্যকর ভূমিকা নেয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে?

দমকলে বেআইনী নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিধায়ক তাপস সাহা, আজ শুনানি?

নিজস্ব প্রতিনিধি— এবার নদীয়ার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে দমকলে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো। এতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দাখিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মাহ্‌হার এজলাসে এই মামলার শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনে একটি অভিযোগে ক্রিপও প্রকাশ করেছে মামলাকারী। সোমবার অনুপমদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকায়। দুপুরে সবাই মিলে গ্রামের ডোবায় স্নানের আগে মাছ ধরতে যায়। এইই মধ্যে এক বন্ধু তাদের বাড়ি থেকে একটি বোতল আনে। বোতলটি মনের হওয়ায় পাঁচ বন্ধু তা মদ মনে করে খায়। খাবার পর সকলেরই শরীর খারাপ হতে শুরু করে। বিরেল হয়ে গেলোও

পাথরপ্রতিমায় মদ ভেবে কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ পাঁচ নাবালক, মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৭ মার্চ— পাথরপ্রতিমার অচিন্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কামদেবপুর গ্রামে মদের বোতলে রাখা কীটনাশককে মদ ভেবে খেয়ে রবিবার বিকেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে পাঁচ নাবালক। রাতে হাসপাতালে মারা যায় বারো বছরের বালক সুমন গায়েন। সোমবার বিকলে এ খবর জানানেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। জানা গেল, পাথরপ্রতিমার মেহবালা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পাঁচ বন্ধু দীপঙ্কর ভূঁইয়া, সুমন গায়েন, অনুপম বেরা, জয়ন্ত গায়েন ও মনোজ মাইতি রবিবার এক জয়গায় হয়েছিল বন্ধু অনুপমদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকায়। দুপুরে সবাই মিলে গ্রামের ডোবায় স্নানের আগে মাছ ধরতে যায়। এইই মধ্যে এক বন্ধু তাদের বাড়ি থেকে একটি বোতল আনে। বোতলটি মনের হওয়ায় পাঁচ বন্ধু তা মদ মনে করে খায়। খাবার পর সকলেরই শরীর খারাপ হতে শুরু করে। বিরেল হয়ে গেলোও

কেউ খেতে আসছে না দেখে বাড়ির লোক এগিয়ে গেলে দেখে পাঁচ জনই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। অসুস্থ পাঁচ জনকে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বুঝতে পারেন, ছেলেরা বিষ জাতীয় কিছু এক সাথে খেয়েছে। প্রথমে অসুস্থ পাঁচ নাবালক কিছু না বললেও পরে স্বীকার করে মদ খেয়েছে। বোতল ডোবার ধারে আছে। গ্রামের মানুষ বোতল কুড়োতে গিয়ে দেখে, মদের বোতল হলেও তাতে ধান গাছে দেবার বিষ ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নাবালক ছাত্রদের একজন একটু সুস্থ হলেও বাকিদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতে একজন মারা যাবার খবরে এলাকায় শোকের ছায়া। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা জানান, মৃত ও অসুস্থ নাবালকদের পরিবারের পাশে প্রশাসন থেকে সর্বকম সাহায্য দেওয়া হবে। পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।



তিলজলার বিক্ষোভে অবরোধ বালিগঞ্জ স্টেশনও।

জাতীয় সড়ক এড়িয়ে মিছিলের অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মাহ্‌হারের এজলাসে উঠে প্রতিবাদী শিক্ষকদের অনুমতি বিষয়ক মামলা। স্কুলের চাকরিতে বঞ্চন্যর প্রতিবাদে আগামী ২৯ এবং ৩০ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কলকাতার রাজপথে মিছিল করতে চেয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন তাদের মিছিল করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজশেখার মাহ্‌হার। যদিও ২৯ এবং ৩০ মার্চের বদলে তার জন্য অন্য দিন নির্ধারিত করেছেন তিনি। পুলিশ মিছিলের অনুমতি দিয়েছে না বরং অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই অনুমতির জন্যই কলকাতাহাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বহিষ্কৃতরা চাকরিপ্রার্থীরা। এই মামলার শুনানিতে মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজশেখার মাহ্‌হার। যদিও উক্ত দিনে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের ৩ তরফে জানান হয়েছে, ‘আগামী ৩ থেকে ৫ এপ্রিল জাতীয় সড়ক এড়িয়ে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কলকাতা মিছিল করতে পারবে স্কুলে চাকরি বঞ্চিত তারা। আর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিকল্প দিনে ও নতুন রুটে মিছিলের অনুমতি চেয়ে জেলার এসপি ও কমিশনারেটের সিপিদের কাছে আবেদন করতে হবে তাদের।’ উল্লেখ্য, ২৯ ও ৩০ মার্চ মিছিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল মামলাকারীরা। কিন্তু তাদের মিছিলের দিন বদলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

স্বাসকষ্ট নিয়ে তিহার জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনুরত মন্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার দিল্লির তিহারে জেল হেফাজতে থাকা অনুরত মন্ডল এর শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় জেলের হাসপাতালে ভর্তি করানো হল অনুরত মণ্ডনকে। গুরু পাচার মামলায় আদালতের নির্দেশে তিনি আপাতত দিল্লির তিহার জেলে বন্দি রয়েছে। এদিন সকাল থেকে তাঁর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। দুপুরে তাঁকে জেলের হাসপাতালেই ভর্তি করানো হয় বলে জানা গেছে। জেল সূত্রে প্রকাশ, জেল হাসপাতালে ভর্তির পর অঙ্গিলজন দেওয়া হয়েছিল বীরভূমের তৃণমূল নেতাকে। তবে সব মিলিয়ে তার শারীরিক অবস্থা এই মুহূর্তে স্থিতিশীল।

গুরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনুরত দীর্ঘ দিন আসানসোল জেলে ছিলেন। পরবর্তীতে বখ আইনি টালবাহানা কাটিয়ে হিডির আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু দিন ইডি হেফাজতে থাকার পর, এই মুহূর্তে বিচারবিভাগীয় জেলহেফাজতে তিনি তিহারে রয়েছেন। গত শনিবার তিহার থেকে আসানসোল জেলে ফিরতে চেয়ে দিল্লির আদালতে আবেদন করেছেন তাঁর আইনজীবী। আদালত এখনও এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি। তবে বিষয়টি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে অনুরতের আইনজীবীরা জানানবেন বলে জানা গেছে।

প্রধান হিসেবে নিযুক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে ৬ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) কীভাবে এই রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রণয়ন করা যাবে, এছাড়াও এই নীতি প্রয়োগ করতে গেলে, পরিকাঠামোগতভাবে কি কি প্রয়োজন পড়বে, কত সংখ্যক অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হবে, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে ৬ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির দেওয়া হয়েছে যে, তারা চার সপ্তাহের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা দফতরকে তাদের মতামত জানানবেন।

নির্দিষ্ট এই সময়সীমার মধ্যেই বিশেষজ্ঞ কমিটিকে উচ্চ শিক্ষা দফতরকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করলে রাজ্যে।

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোে খতিয়ে দেখতে চায় রাজ্য। চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম আদৌ সেখানে চালু করা যায় কি না, তা-ও দেখতে চাইছে রাজ্য। বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগোল রাজ্য। এমনটাই মনে করছেন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ। যদিও এই কমিটি গঠনের কথা আগেই জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দ্রাভা বসু। শনিবার সেই নিয়ে মত স্পষ্ট করে দেন তিনি। ঘটনাক্রমে সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও স্নাতক পাঠক্রম আদৌ সেখানে চালু করা যায় কি না, তা-ও দেখতে চাইছে রাজ্য। বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগোল রাজ্য। এমনটাই মনে করছেন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

যদিও এই কমিটি গঠনের কথা আগেই জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দ্রাভা বসু। শনিবার সেই নিয়ে মত স্পষ্ট করে দেন তিনি। ঘটনাক্রমে সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও স্নাতক পাঠক্রম আদৌ সেখানে চালু করা যায় কি না, তা-ও দেখতে চাইছে রাজ্য। বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগোল রাজ্য। এমনটাই মনে করছেন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ। যদিও এই কমিটি গঠনের কথা আগেই জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দ্রাভা বসু। শনিবার সেই নিয়ে মত স্পষ্ট করে দেন তিনি। ঘটনাক্রমে সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও স্নাতক পাঠক্রম আদৌ সেখানে চালু করা যায় কি না, তা-ও দেখতে চাইছে রাজ্য। বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগোল রাজ্য। এমনটাই মনে করছেন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

কে কে থাকছেন এই বিশেষজ্ঞ কমিটিতে?

বর্ধমান হয়ে কলকাতা পৌঁছনো সহজ হবে

রাজ্যের রাস্তার দায়িত্ব নিচ্ছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ

খায়রুল আনাম

জেলা বীরভূমের উপর দিয়ে যে রেলপথ গিয়েছে, তা ছুঁতে পারেনি জেলার বৃহত্তর অংশকে। এরফলে জেলার জনপরিবহন ও পর্যাপরিবহন ব্যবস্থাকে অধিক মাত্রায় নির্তর ভেলেও হতেছে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উপরে। কিন্তু জেলার রাস্তাগুলির যা অবস্থা তাতে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে বহুবিধ সমস্যা ও অবিস্থার রয়েছে। জেলার উপর দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের অবস্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখচক নয়।

জেলায় সড়ক পরিবহনে জেলার সঙ্গে বর্ধমান হয়ে কলকাতা যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সাময়িকি খ্যাতি সম্পন্ন বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে সাঁইখািা হয়ে মল্লাপপুর যাওয়ার ৫২ কিলোমিটার রাস্তাটি। এরসঙ্গে জেলার একাধিক তীর্থক্ষেত্র এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলি যুক্ত রয়েছে। বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে এই রাস্তাটি গিয়ে মল্লাপপুরে এনএইচ ১৪-র সঙ্গে মিশেছে। মল্লাপপুর থেকে ময়ূরাক্ষীর নড়ুন সেতু হয়ে পুরন্দরপুর-বোলপুর রাস্তার সঙ্গে এই রাস্তাটি সংযুক্ত হয়েছে। ব্যস্ততম এই রাস্তাটি জনপরিবহন ব্যবস্থার সাথে সাথে বর্ধমান ও কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে, খুব কম সময়ের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছনো যায়। রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষ যখনই রাস্তাটি মেরামত করে, তখনই দেখা যায় যে, রাস্তাটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং

খানাখন্দে ভরে যায়। রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত নিদ্রমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে এই কাজ করার ফলেই রাস্তাটির এই দুর্বলস্থা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সম্প্রসারণের দাবিও উঠেছে বার বার। কেননা, রাস্তাটি সন্ধীর্ণ হওয়ার ফলে পাশাপাশি কোনও গাড়ি পারাপার করতে পারে না। দীর্ঘ ৫২ কিলোমিটার এই রাস্তায় যে সব কালভার্ট ও সেতু রয়েছে, সেগুলিকে দুর্বল রেখে পড়ার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় সর্বদাই। মাঝেমধ্যেই জেটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটির দায়িত্ব এবার রাজ্য সরকারের হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়ে চলে যাচ্ছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের যৌথ বৈঠকের পরে, এই হস্তান্তরের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এরফলে বোলপুর-শান্তিনিকেতন থেকে পুরন্দরপুর-রঙ্গাইপুর হয়ে সাঁইখিয়ার তালতলা হয়ে মল্লাপপুর যাওয়ার রাস্তাটি ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ারার মাাপজোকও করেছে। সম্প্রসারিত রাস্তাটির কোথায় কোথায় নর্দমা, সেতু, কালভার্ট তৈরী করতে হবে, তার বিস্তারিত তথ্য তৈরী করা হয়েছে। এই রাস্তাটির উপরের সাঁইখিয়ার ময়ূরাক্ষীর নড়ুন সেতুটিও এই সড়কের অত্যন্তায় চলে আসবে। এরফলে, রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম এনএইচ-১৪ রাস্তাটির সঙ্গে এটি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এরফলে এই রাস্তাটি জাতীয় সড়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

খবরের সাত সতেরো

রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা নিয়ে প্রশ্ন শুভেন্দুর, আদিবাসী অত্যাচার নিয়ে রাজভবনে নালিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাষ্ট্রপতির কলকাতা সফরে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিতর্কের কোনো ছায়া পড়ল বদ্ব বিজেপির সৌজন্যে। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে সোমবারই প্রথম এই রাজ্যে পা রাখলেন দ্রৌপদী মুর্মু। যার সম্মানে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই সম্মান প্রদর্শন নিয়ে প্রথম থেকেই টুটকি করে বিতর্ক শুরু করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বলেছিলেন তাঁদের দলের বিধায়কদের এমনকী তাঁকেও নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সেই কথা অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খণ্ডন করেছিলেন নাগরিক সংবর্ধনার মঞ্চে। বলেছিলেন, সব রাজনৈতিক দলকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী এদিন প্রশ্ন

তুলেছিলেন তৃণমূল সরকারের এই নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার অধিকার নিয়েও। শুভেন্দুবাবুর বক্তব্য ছিল, যারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, যে দলের বিধায়ক দ্রৌপদীকে অপমানজনক কথা বলেছিলেন তারা কী করে সংবর্ধনা জানাতে পারেন। শুভেন্দুবাবুর কথায়, একদিন যারা তাঁকে ভোট দেননি, তাঁরা কীভাবে আজ ধামসা-মাদল, শাড়ি উপহার দেন, উত্তরীয় পরান!

নাগরিক সংবর্ধনায় না এলেও এদিন রাজভবনে নেশভোজের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বিরোধী শিবিরের বিধায়করা। সেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুবাবু নালিশ করেন বাংলায় আদিবাসীরা অত্যাচারিত। রবিবারও বীরভূমে আদিবাসী দম্পতিকে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে।

তবে শুভেন্দুবাবুর এদিনের বিতর্কের জবাবে

নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানের পরে সাংবাদিক বৈঠক করে শশী পাড়া ও বীরবাহা হাঁদা বলেন, অনুষ্ঠানে যারা আমন্ত্রণ পাননি বলছেন, তারা মিথ্যে বলছেন। এর কাপুরুষের দল। মুখে আদিবাসী প্রেম দেখায়, কিন্তু অনুষ্ঠানে না এসে রাষ্ট্রপতিকে অপমান করে।

সাংসদ শান্তনু সেনও এদিন জানিয়েছেন, বাংলায় আদিবাসীরা ভালো আছে। বিজেপি মিথ্যাচার করছে। সোমবার নাগরিক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানের আগে আদিবাসী সংগঠনের সঙ্গে স্বয়ং সময়েই বৈঠক করছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তবে তিনি নিজে বাংলায় আদিবাসীদের নিয়ে কী ধারণা পোষণ করেন, তা বোঝা গিয়েছে এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাংলায় ভূয়সী প্রশংসায়। যার শেষ বাক্য ছিল ‘জয় বাংলা’।

খুন করে পুঁতে দেওয়া হল খালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২৭ মার্চ— কৌন্ডে খুন করে পাশের খালে পুঁতে রেখেছিল স্বামী। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অবশেষে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হলো সেই মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের ডাডাছালা এলাকায়। মৃত্যুর নাম মঞ্জুরা বিবি, বয়স ৪০ বছর।

রাধীনাথ সংগ্রামী বীর সাভারকার মহারাষ্ট্রে বাংলার সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মতো শ্রদ্ধায়। দল নির্বিশেষে সে রাজ্যের মানুষ তাঁকে মণীষীর আসনে বসিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী এই নেতা সেলুলার জেল থেকে মুক্তি পেতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন বলে স্বাধীনতার পর জানা যায়। যদিও সাভারকার অনুগামীরা তা মানতে চান না। রাহুল গান্ধি বন্দিনি ধরেই সাভারকারের নাম করে দাবি করে আসছেন, প্রয়াত মারাঠা স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতো তিনি কখনও ভয়ে শাসকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। ভারত জোড়ো বাহ্যর সময় মহারাষ্ট্রে গিয়েও একই কথা বলে রাখল সে রাজ্যের কর্তৃপক্ষ নেতৃত্বকে বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন। সে রাজ্যে উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন মহাজোড়ের শরিক কংগ্রেস। রাখল ফের মৌদিকে নিশানা করতে গিয়ে সাভারকারের নাম করায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এনালিসি নেতা শরদ পাওয়ার অতীতে একাধিকবার রাখলের এই কথায় আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস নেতার উচিত মহারাষ্ট্রবাসীর মনে আঘাত না করা

এবার সাভারকার বিতর্কে রাহুলের বিরুদ্ধে উদ্ধবের নালিশ খাজ্ঞোর বৈঠকে

মুম্বই, ২৭ মার্চ— এখানে রাখলের মোদি বিতর্কই পিছু ছাড়েনি, এর মধ্যেই রাখল ফের সাভারকারকে টেনে নতুন সমস্যায়। মোদি বাড়ুর উত্তর দিতে গিয়ে রাখল বলেছিলেন, ‘আমি জেলে যেতে ভয় পাই না। আমার পদবি গান্ধি, সাভারকার নয়।’ সাংসদ পদ খারিজের পর প্রধানমন্ত্রী নারেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেছেন রাখল গান্ধি।

কংগ্রেস নেতার এই বক্তব্যের তাঁর সমালোচনা করেছেন শিবসেনা (উদ্ধব দল)সাংসদেবৈ ঠাকুরে। দলের নেতা উদ্ধব ঠাকুরে। মুম্বইয়ে বাসার জমসভায় রাখলের সাভারকার মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বালাসাহেব ঠাকুরের পুত্র। সোমবার সংসদে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাজ্ঞোর ডাকা বৈঠকে উদ্ধবের দাবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তিনি বৈঠকে বলেন, আমরা রাহুলজির সাংসদ পদ খারিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আছি। কিন্তু রাহুলজিকে সংযত হতে বলুন। সাভারকারকে অসম্মান করলে আমরা পাশে দাঁড়িয়ে পাব না।

মুম্বইয়ের জমসভায় উদ্ধব দাবি জানিয়েছেন, সাভারকার সম্পর্কে অসম্মান করেছেন রাখল। তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।

চেতি চাঁদ-২০২৩, সিক্ধি নববর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি— বুলোলাল যুব সংঘ, সম্প্রদায় ও মানবতার সেবায় দক্ষিণ কলকাতা, নিউ আলিপুদের সিদ্ধান্তের দ্বারা গঠিত সংঘ। প্রতি বছর এখানে চেতি চাঁদ, উদযাপন করা হয়।

চেতি চাঁদ, সন্ত কানওয়ার রাম ভার্গি এবং অন্যান্য বিভিন্ন উৎসব, গুরু নামক জয়তী, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, দীপাবলি, নবরাত্রি, হোলি এই অনুষ্ঠানগুলি করে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক সভা সমাবেশ এবং সারা বছর এমন কার্যক্রম করে সঙ্ঘ।

বুলোলাল যুব সংঘ, দক্ষিণ কলকাতা, নিউ আলিপুুর দ্বারা সংগঠিত সিক্ধি নববর্ষ উদযাপন। অনুষ্ঠানটি হিন্দুস্তান ক্লাবের মাঠে হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার সিদ্ধিারা অনুষঙ্গিক থেকে কাছাকাছি বসবাস করে আসছেন। তারা বিভিন্ন ধর্মের অন্যান্য বিভিন্ন উৎসবে স্থান দেয় এবং বৈ-চিহ্নে বিশ্বাস করে। অনুষ্ঠানটি সিক্ধি লোকগীতি, নৃত্য, সঙ্গীতের লাইভ পারফরম্যান্সের দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রাচীনকালের গল্পগুলি বলেছিল, যা ইতিহাসে ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ছোটদের শিক্ষিত করার সাথে সাথে বয়স্ক সমসাময়িকের কাছে একটি নমুনালিঙ্গা অনুভূতি রেখেছিল। আধুনিক ভারতীয় পরিবার তাদের সংস্কৃতির শিকড় তুলে



যাচ্ছে এবং বুলোলাল যুব সংঘে তাদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস রক্ষা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করার একটি স্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। ইভেন্টটিতে প্রায় শতাধিক লোকের একটি দুর্দান্ত আংশগ্রহণ ছিল এবং যারা ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ছিল এবং সদস্যরা আগামীতে এই ধরনের আরও ইভেন্ট করতে সতিাই উচ্ছ্বসিত হলেন। মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর ছিলেন সঞ্জয় ডি নারওয়ানি।

টেভার

Chander nagore Municipal Corporation	দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেভার
<div>1) Tender No. WBMD/MCMCOMMISSIONER/PWD/ NIT-43(১) &4(২)/2022-23, DT-২7.০3.2023</div> <div>Memo No. 3153/PWD/ENGINEER/22-23&45 &46, DT-27.03.2023</div> <div>2) Quotatio No -P/NIIX/22-1223-0387, Dt-27.03.2023</div> <div>Various Developments of Municipal Areas</div> <div>For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in</div> <div>Engineer</div> <div>Chandernagore Municipal Corporation</div>	<div>২-টেভার শিরোনাম: NIT No. 1036/PHE(C)/BMC Dated : 27.03.2023</div> <div>e-Tender has been invited for "Newly Construction of Drainage Line with DWC Pipe within Ward No. 39, repairing of leakage of Under Ground Drainage Line at Karunamoyee to WT9 under BMC".</div> <div>Tender ID: 2023. MAD. 499682_1 to 2. Last Date of Bid Submission: 11.04.2023 up to 3.00 p.m. For details, please follow : www.wbtenders.gov.in & Office Notice Board.</div> <div>Sd/-</div> <div>Executive Engineer</div> <div>Bidhannagar Municipal Corporation</div>

Sl. No.	NIT	Work description	Last date of download and submission of tender
1.	MAD/MM/ NIO-81/22-23/ 2nd Call	Supply and delivery of cotton saree and lungi	06/04/2023 at 3:00 p.m.
2.	MAD/MM/ NIT-83/22-23	Construction of drain, road under Ward-23, 14, 28	13/04/2023 at 3:00 p.m.
Details may be had from the http://wbtenders.gov.in			
Chairman			

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন			
৪, মহাশ্বা, পালি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১			
ফোন : ০৩৩ ২৬৩৮ ৩১১/১১/১৩ ফাক্স : ০৩৩ ২৬৩৮ ০৮০৩			
ৱেবুন : www.hymc.in			
কন্সারভেটিভ ডিপার্টমেন্ট			
স্বাবলম্বিত প্রকল্পের সফলতম টেন্ডার নোটিশ			
একটিইউটিই ইলেক্ট্রিক এট্রএনসি নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। হাওয়া টেন্ডারকারদের পান বার্ড, সফলতম কর্তার পক্ষ ডিলিভারি, ট্রেড লাইসেন্স, সিটিংসি, অফিসিয়াল এবং ট্রান্সপোর্ট সহ টেন্ডার দাখল করতে হবে।			
ক্রম নং	কাজের নাম	টেডার নং এবং তারিখ	
১.	এইচএসসি অধীন ওয়ার্ড নং ১১, ১০১, ১৭, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৮ এবং ৪৯ এর বিভিন্ন নিম্নলিখিত পলি উল্লেখ।	NO-2255/Cons/22-23 তারিখ : ২৪.০৩.২০২৩	
টেডার (কন্সারভেটিভ) দায়িত্বের শেষ তারিখ : ২০২৪.০২.২০ সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুন : http://wbtenders.gov.in			
ফরম : ২৪.০৩.২০২৩ ৩৭৭(১)/২২-২৩ ২১.৩০			
একটিইউটিই ইলেক্ট্রিক হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন			

জোনাল অফিস, হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, মেম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ২৬২৩৫৫৮/৩৫৩৩

বাজেয়াপ্ত ভেহিকেলের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
৫ বিটিএম সরণি, মেম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ২৬২৩৫৫৮/৩৫৩৩

নিম্নোক্ত আ্যাকাউন্টের অধীনে বিভিন্ন তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে এবং জামিনদা্তাগণের কাছ থেকে বকেয়া পরিশোধ সুদ সহ আদায়ের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্তপ্রদে নামে সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির্মুখঃ ‘যেখানো যেমন আছে’, এবং ‘যেখানো যা আছে’ এবং ‘যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’ সংশ্লিষ্ট বিবরণ মতে বিক্রয় করা হবে :-

শাখার নাম	ভেহিকেলের বিস্তারিত	বকেয়া পরিশাণ (ট।) এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. সরক্ষিত মূল্য ২. বারানা জমা (হ্রাসবিহীন)
শাখা : ঘটালি ঋণগ্রহীতা : শ্রী। আশিষ কল্যা (৪৩১৭৭৬২১০০০০০২১) গ্রাম : খরদামপুর পোঃ কন্দীপুর, থানা : চন্দ্রকেনা, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক্স/মডেল : ইন্টারন্যাশনাল টাউটসন লিমিটেড সোনালিকা টাউট্র DJ-745 III পাওয়ার গ্রাস ভেহিকেলের ধরন : টাউটর রেজিস্ট্রেশন নম্বার : WB49N0571 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকেনা রোড, সাতবর্কড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	৭,১৩,৫৮৯.৮৫ টাকা এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. ২,১০,০০০ টাকা ২. ২১,০০০ টাকা
শাখা : ঘটালি ঋণগ্রহীতা : শ্রী বসুদাম পান (৪৩১৭৭৬২১০০০০০০৩৫) গ্রাম : বাকরা, পোঃ বাকরা, থানা : চন্দ্রকেনা, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক্স/মডেল : সোনালিক ইন্টারন্যাশনাল টাউটর লিমিটেড RX মাইলিজে মাইলর এইউটিপ ভেহিকেলের ধরন : টাউটর রেজিস্ট্রেশন নম্বার : WB 49N 0525 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকেনা রোড, সাতবর্কড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	৮,৪৬,১১০.৫৪ টাকা এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. ২,২০,০০০ টাকা ২. ২২,০০০ টাকা
শাখা : ঘটালি ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবাশিস চক্রবর্তী (৪৩১৭৭৬২১০০০০০০২১) গ্রাম : কালোরা, পোঃ বীশালপুর, থানা : চন্দ্রকেনা, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক্স/মডেল : সোনালিকা DJ 750 III RX ভেহিকেলের ধরন : টাউটর রেজিস্ট্রেশন নম্বার : WB 49N 0517 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকেনা রোড, সাতবর্কড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	১০,৮৬,১১০.৫৪ টাকা এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. ২,২১,০০০ টাকা ২. ২২,১০০ টাকা
শাখা : ঘটালি ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুকুমার চৌধুরী (৪৩১৭৭৬২১০০০০০০৫৭) গ্রাম : রানিরগাতি, পোঃ রানিরগাতি, থানা : ঘটালি, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক্স/মডেল : ইন্টারন্যাশনাল টাউটসন লিমিটেড সোনালিকা DJ 750 III HDM ভেহিকেলের ধরন : টাউটর রেজিস্ট্রেশন নম্বার : WB 49N 0789 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকেনা রোড, সাতবর্কড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	৯,৫৫,৭৭৬.৫৮ টাকা এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. ১,১০,০০০ টাকা ২. ১৯,০০০ টাকা
শাখা : ঘটালি ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিশ্বজিৎ স্বাঁতরা (৪৩১৭৭৬২১০০০০০০৬০৮) গ্রাম : চন্দন পুর, পোঃ রানিার, থানা : ঘটালি, পশ্চিম মেদিনীপুর	মেক্স/মডেল : সোনালিকা DJ-750 III RX ভেহিকেলের ধরন : টাউটর রেজিস্ট্রেশন নম্বার : WB 49N 1015 পার্কিংয়ের স্থান : দে পার্কিং, চন্দ্রকেনা রোড, সাতবর্কড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	১০,১৬,৮৯৮.৪৪ টাকা এবং পরবর্তী ইউসিআই সহ	১. ২,২০,০০০ টাকা ২. ২২,০০০ টাকা

টেডার জমা দেবার শেষ তারিখ : ২২.০৪.২০২৩ (সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত); টেন্ডার ও বিটিএম সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১ বা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, মেম তল, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পোঃ এবং থানা : ঘটালি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১২১২ টিকানায়

নিম্নলিখিত ভেহিকেলগুলি দে পার্কিং, P89Q+40Q এনএইচ ১৪, চন্দ্রকেনা রোড, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১২৫৩ টিকানায় রাখা আছে। আগ্রহী ক্রেতাদের ফেরৎযোগ্য বায়না জমা উল্লিখিত মতে ডিডি/ (দে অর্ডারের আকারে ‘ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া’, অনুকূলে কলকাতায় থায়েই হিসেবে প্রতিটি ভেহিকেলের জন্য লিফ করা দর টেডার উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী নিকট ২৬.০৪.২০২৩ তারিখ

হিসেবে ৪টের মধ্যে উল্লিখিত টিকনায় দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্যের কমে উক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে না। টেডার আগ্রহী নিলাম বিক্রয়ের স্থানে টেন্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। ভেহিকেলগুলি সর্বোচ্চ দর বিক্রয় করা হবে। ব্যাংককে অনুমোদিত অফিসার টেন্ডারদাতাদের অন্যান্য বিবয়ের সঙ্গে প্রয়োজন মনে করলে ডাক ওঠাপত্রের অনুমতি দিতে পারবেন। যা সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। বিক্রয় প্রক্রিয়া পরিলক্ষকারী অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সর্বোচ্চ দর নির্ধারণ হবে। যেকোনও ডাকদাড়া উচ্চতর মূল্য প্রস্তাব করতে পারেন সংশ্লিষ্ট তারিখে নির্ধারণিত স্থানে উপস্থিত থেকে। অনুপস্থিত ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে বর্ধিত মূল্যের বিঘাট নিলাম বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিবেচনা করা হবে।

ঋণগ্রহীতা নিলাম বিক্রয়ের তারিখের পূর্বে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করলে নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদিত অফিসার বাতিল করার অধিকার রাখেন। ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। আগ্রহী ক্রেতা(গণ) অনুমোদিত অফিসারের নিকট ২৮.০৪.২০২৩ তারিখ বেলো ১১টার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে, টেডারগুলি সেই সময় খোলা হবে। আগ্রহী ক্রেতা(গণ) সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বায়না জমা ব্যতীে টেডার বাতিল হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কোনও নথি/সিই যেকোনও বা সক্রম প্রস্তাব বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার রাখেন। প্রস্তাব গৃহীত হলে ক্রেতাকে অব্যবহিতভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানে অথবা পরবর্তী কাজের দিন বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হলে বায়না জমা হিসেবে আদায়কৃত সমুদায় অর্থ বাজেয়াপ্ত হলে এবং অস্থাবর সম্পত্তিগুলি পুনরায় বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন হবে। বকেয়া পরিশোধ বিক্রয় প্রক্রিয়া নির্ধারণের ১৫ দিনের পূর্বে দাখিল করতে হবে অথবা লিখিতভাবে অনুমোদিত সম্প্রদায়িত সময়ের মধ্যে তা আদায় দিতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তিগুলি ‘যেখানো যেমন আছে’ এবং ‘যেখানো যা আছে’ এবং ‘যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’ বিক্রি করা হবে এবং অন্যান্য বিবিধক্ নিয়ম, যদি কিছু থাকে জ্ঞাত/অজ্ঞাত শাখার নিকট সমুদায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকে পৃথকভাবে বহন করতে হবে। উক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়া উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী সম্পাদিত হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগকে উক্ত ঋণ(সমূহ) অধীনে সমুদায় বকেয়া পরিশোধ সুদ সহ ব্যাঙ্কের নিকট আদায় দিয়ে সারারণ নিলামে উক্ত বিক্রয় তারিখে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি	
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণকে উক্ত বকেয়া পরিশোধ সুদ সহ নিলাম বিক্রয়ের তারিখের অন্তর বিক্রয় পূর্বে অর্থাৎ ২৭.০৪.২০২৩ তারিখে আদায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অনায়াসে বার্ষ বকেয়া সংশ্লিষ্ট ভেহিকেলগুলি নিলাম বিক্রয় করা হবে এবং বাকি বকেয়া, যদি কিছু থাকে সুদ এবং শুদ্ধ সহ আগপরের কাছ থেকে আদায় করা হবে।	
স্থান : কলকাতা	
তারিখ : ২৭.০৪.২০২৩	
অনুমোদিত অফিসার	
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন	

দূরত্ব ঘুচল, কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল তৃণমূল

দিল্লি, ২৭ মার্চ— বিরোধী ঐক্যের ছবি সম্পূর্ণ হল সংসদে। দূরত্ব সরিয়ে কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল তৃণমূল। রাখল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে কংগ্রেস সাংসদরা কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খন্ডো বিরোধী বৈঠকে তৃণমূলের উপস্থিতিকে ঋগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে য়ারাই এগিয়ে আসবেন, কংগ্রেস তাঁদের ঋগত জানাবে।

সংসদের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন ‘একলা চালা’ নীতি অনুসরণ করে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলিকে একজেট করে একসঙ্গে পথ চলার কাজে নেমেছে কংগ্রেস। যদিও তার থেকে দূরত্ব রেখে চলছে তৃণমূল। কংগ্রেসের ডাকা কোন বৈঠকেই যোগ দেননি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। আদানি ইস্যু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে একলাই ধর্না দিয়েছে তৃণমূল। তবে রাখল গান্ধির জনাই এবার কাছাকাছি কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার সংসদ অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলির েকা বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ জহর সরকার ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোদি পদবি নিয়ে মানহানি মাল্যায় দেয়ী স্যাব্যন্ত হল কংগ্রেস নেতা রাখল গান্ধি। গত বৃহস্পতিবার সুরাট আদালত রাখল গান্ধিকে দেয়ী স্যাব্যন্ত করে দুই বছর কারাদণ্ডের সাজা দেয়। শাস্তি হওয়ার পর ২৮ ঘণ্টা না কাটতেই জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে সাংসদ পদ খোয়ান রাখল গান্ধি। এই ঘটনার পরই প্রতিবাদে সরব হয় কংগ্রেস। পাশে দাঁড়ায় অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও। তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পাটি, বিহারএস সহ একাধিক দল রাখলের সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদ জানায়। এবার সেই ঘটনার রেশ ধরেই কাছাকাছি আসতে চলছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস।

সাধারণদিথি বিধানসভার উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কংগ্রেস, বাম এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অন্তঃত আঁতাত করার অভিযোগ তুলেছিলেন। রাখলের সদস্যপদ খারিজের পর অবশ্য টুটিট করে নাম না করে কংগ্রেস নেতারা পাশে দাঁড়ান মমতা। সোমবার কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী বৈঠকে তৃণমূলের তরফে যোগ দেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার এবং হাওড়ার তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে সোমবারের বৈঠকে যে দুই সাংসদ বৈঠকে যোগ দেন তাঁরা সেই অর্থে ‘রাজনীতিক’ নন। তাঁরা সমাজের অন্য ক্ষেত্র থেকে লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা তৃণমূলের সাংসদও। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এই বৈঠকে সুদীর্ঘ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রান্ডেন বা সৃষ্টেন্দেখথেরের মতো নেতাদের পাঠানো হয়নি।

মল্লিকার্জুন খাজ্ঞোর ডাকা বিরোধী দলের বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিধা। এমনকি, সংসদে বিরোধীদের ধনীতেও তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেয়। সোমবার সংসদের দুই কক্ষই কালো পোশাক ও ব্যাচ পরে ধরনা দেন বিরোধী দলের সাংসদরা। কংগ্রেসের ডাকা এই বৈঠকে তৃণমূল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেডিইউ, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, এনসিপি, সিপিএম, আরএসপি, এনসিপি, এমডিএমকে দলের প্রতিনিধিধা।

কৌন্ডভ কান্ডে কলকাতা পুনিশ কমিশনারকে ভর্ৎসনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজস্বশ্বর মাছারের এজলাসে উঠে কৌন্ডভ বাগটির দায়ের করা মামলা। প্রদেশ কংসেস যুব নেতা তথা আইজল্গী কৌন্ডভ বাগটির বাড়িতে মাঝরাতে পুলিশি অভিযানের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে ভর্তসনা করলেন বিচারপতি। পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে অসম্ভুস্ত কলকাতা হাইকোর্ট এর সিঙ্গেল বেঞ্চ। এয়ার হলফানামা তবল করলেন বিচারপতি রাজস্বশ্বর মাছার। কৌন্ডভ বাগটির ফ্লেকচারের মালম্যায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভবকাশ করলেন বিচারপতি। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি বলেন, রিপোর্টে কৌন্ডভ বাগটির বাড়িতে পুলিশি অভিযান যুক্তিহীন বলেছেন কমিশনার। কমিশনারের রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়। এগপরেই সরকারি আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন, করেন যে গোটা ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়, সবাই জানে। তাহলে কি এটা মনে করতে হবে যে কমিশনার তার অধীনস্থ পুলিশকে বেআইনি কার্যের জন্য উৎসাহিত করছেন? আগামী ১২ এপ্রিলের মধ্যে আদালতে রাজ্যের হলফানামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিঙ্গেল বেঞ্চ। আগামী ২০ এপ্রিল এই মামলার পেরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে অন্তর্বর্তী নির্দেশ বলে জানা গেছে।

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given to Any and all concerned that my client Mr Ram Ratan Rath, son of Late Bir Mohan Rath residing at 37, D. H. Road, Kolkata - 700 027 is interested in purchasing Flat No. 8C on the 8th Floor measuring a Super built up area of 2753 Square Feet together with Four Car Parking Spaces at Premises No. 23, Raja Santosh Road, Police Station- Alipore, Kolkata - 700 027, District- South 24 Parganas, within Ward No. 74 of the C.M.C. from its present owner JAIGURU ESTATES LLP.
Any person/persons/Company/Financial Institutions or entity claiming any right title and interest or demand in the aforesaid flat and car parking spaces is hereby notified to submit his/her/their claim in writing alongwith all documentary evidences to the undersigned within 10 days from publication of this notice, otherwise it shall be presumed that nobody has any claim/demand or interest in the aforesaid land and my client will be advised to proceed further in this respect.
MRINAL KANTI GHOSH, Advocate, 10, Kiran Shankar Roy Road, 1st Floor, Room No. 75, Kolkata - 700 001, M: 98305 74448

সাগরে অটো উল্টে দুর্ঘটনা, মৃত শিশু কন্যা, গুরুতর জখম মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা,



বইয়ের অন্দরে বিশ্ববার্তা



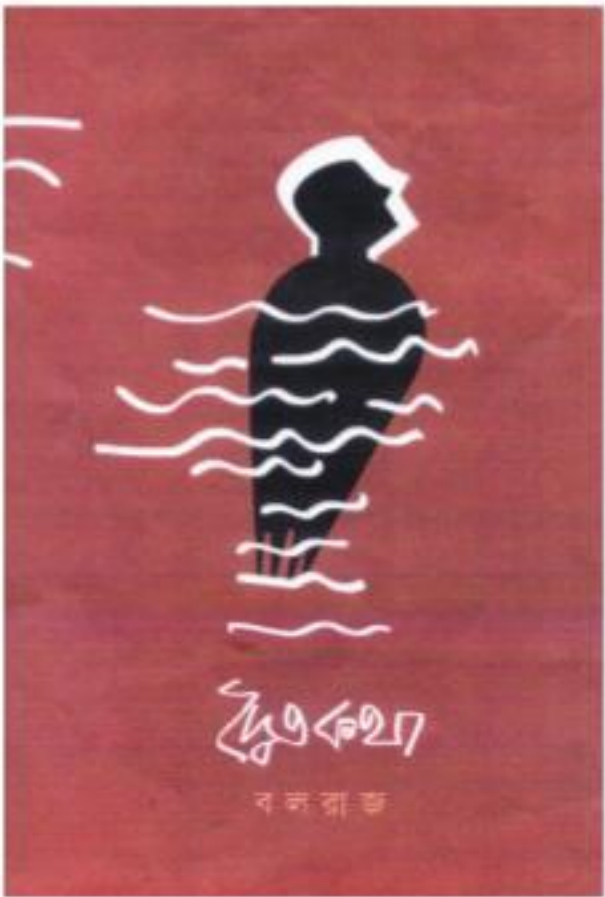
দ্বৈতকথায় কবি বলরাজ

বিমল দেব

উদ্ভাস যখন অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলো। যখন উৎসব। আবার আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু— ঠিক এই দু’রকম গন্ত্যকে চিহ্নিত করেন কবি। কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী। ভাবনাকে সুসংহত রূপ দিচ্ছেন কবি। পরমুহূর্তেই লাগামছাড়া ডিঙি ভাসিয়ে দিচ্ছেন অন্য অচেনা ফেরিখাটের দিকে।

অন্তরী্ন যাত্রা— অন্তরী্ন যাওয়া-আসার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কবি বলরাজ। কী অসামান্য খেলার ছলে কখনও আলাপচারিতায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘দ্বৈতকথা’ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এক অনন্য দীপনে। ২০২৩ সালে, বইমেলায় প্রকাশিত ‘দ্বৈত কথা’। আরেকরকম কবিতার অভিপ্রায় উন্মোচ— কিছু অভিপ্রায় কিছু উৎকণ্ঠা কখনও পিরে দেখা নিয়েই বলরাজ-এর কবিতা।

‘একটা সময় ছিল যখন আমি / মেনে নিতাম কথাই হল দামী...’ এরকম পংক্তি লিখতে পারেন কবি। আবার যখন ডাকছেন: বুকের ভেতরে সানার ডাকে / আয় আয় আয়...’ আবার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা: বলতে পারিস, পথের কোথায় / শান্তি পাওয়া যায়? এরকমভাবেই ব্যাকুলতা ও হারানো ‘দ্বৈত কথা’ নিবিড় সখের জন্য হাহাকার উঠে আসে বলরাজের কবিতায়। বলরাজ আজও কবিতা লিখেছেন নানারকম, এমনকি যুগলবন্দিতেও ছিলেন। দ্বৈতকথা তাে দার্শনিক তন্ময়তা। শূন্য থেকে যার শুরু। আবার শূন্যতেই হারিয়ে যাওয়া। বলরাজের কবিতায় রহস্য আছে। আবার ঐতিহ্য ও সাময়িকতা নিয়েই তিনি কথা বলেছেন এই কাব্যগ্রন্থে। ‘স্বামী বিবেকানন্দকে জন্মদিনে’ এই শিরোনামেই কবিতা আছে এখানে। ফাইল রিটেন হাউসের উদ্দেশ্যে বলরাজ কবিতা লিখেছেন। আসলে দু’রকম ভাবনাই আছে তাঁর কবিতায়। একদিকে রূপকধর্মী রহস্যময় আর অন্যদিকে সমাজসচেতন সদাঙ্গপ্রত এক কবি



দ্বৈতকথা / বলরাজ
কাগজের চৌড়া প্রকাশনী / মূল্য: ১৫০ টাকা

বলরাজ, ‘দ্বৈতকথা’ শিরোনামের এটাই বোধহয় তাৎপর্য। আবার নিজের সঙ্গে কথা বলার অভিপ্রায়। এক চমৎকার যাত্রী বলরাজ, যেজন অচেনা পথেও ইঁটতে চায়। তাঁর বয়্য ভেসে চলেছে জলে ও নীলিমায়। বলরাজ ছদ্ম সচেতন। অক্ষরবৃত্ত ও পয়ারের এক অনিবার্চনীয় মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছেন। আবার সব ছক ভেঙে ফেলছেন অবলীলায়। ‘অব্যক্তকথা’, ‘পরাজয়’ যেমন আছে এখানে বন্ধু মল্লিনাথকে নিয়ে কবিতা। যেখানে তিনি

বলছেন: ‘জিতলি রে মল্লিনাথ / জগৎ হেরে গেলে...’

‘দ্বৈতকথা’ কবিতায় বলরাজ লিখছেন: ‘তুই লিখিস বলে তাই / আমিও ভাষা পাই...’। এখানেই বলরাজ সফল। রবার্ট ফ্রস্ট অথবা ইয়েটস তাঁর প্রেরণা? হয়তো জীবনানন্দ অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত? হয়তো কেউ নয়। বলরাজ অদ্ভুত খেলায় মেতেছেন ‘পাথর’ কবিতায়। যেখানে তিনি একজন পাগলের কথা বলেছেন। একজন নখ-রাখা যুবকের কথা। আবার রূপকে উজ্জ্বল বুকের কথা। আবার নক্ষত্রের কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ বলছেন: ‘তারপর সেদিন সকালে / নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখি / আমি নই, বিশাল এক / পাথর রয়েছে পড়ে / সময়ের নদীতে।’ অসামান্য এই কবিতাটি। এই কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘পাথর’। যেখানে কবি দার্শনিকের ভূমিকায়। এক দ্বন্দ্বের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের দিনযাপনে দু’রকমভাবে কখনও তির্যকভাবে জীবনকে দেখেছেন কবি বলরাজ।

হয়তো তাঁর কোনও পরম আছে। হয়তো অন্তরীক্ষের আহ্বান আছে। কোনও অচেনা ডাকে সাড়া দিচ্ছেন বলরাজ। হয়তো নাম না জানা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছেন। সুদূরের পিয়াসী চঞ্চল এক সাধক কবি বলরাজ। দিনযাপনের ধ্রানির মধ্যেও আত্মদ খুঁজে পেতে আগ্রহী কবি।

পুনরায় কবিতায় কবি লিখছেন (বলছেন): ‘তারপর দু’জনেই / পাশাপাশি হাঁটি / এমন মুহূর্তটাই একমন্ড খাঁটি’। এখানে জিতে গেলেন কবি বলরাজ। জয়ী হলো তাঁর কবিতা ‘দ্বৈতকথা’। মল্লিনাথের অলঙ্করণ এবং প্রাচ্ছদ শিল্পী সূত্রসম কৃষ্ণ অসামান্য কাজ করেছেন। পাতায় পাতায় অলঙ্করণ তাৎপর্যময়। এই অলঙ্করণ কবিতায় অন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রকাশককে। প্রতীক্ষায় রইলাম বলরাজের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের জন্য।

মল্লিকার জন্মদিন ও ভাষা নগরের ৩৫ বর্ষ পূর্তি



মহম্মদ নুরুল ইসলাম

কিছু কিছু সন্ধ্যার স্বতন্ত্রায় ও তার অমূল্য উচ্চারণে ব্যাখ্যিত হয় কবি ও সাহিত্য জগৎ। রবিবার সেই রকম এক সন্ধ্যার জন্ম দেয় অবনীন্দ্রনাথ সভাঘর। প্রসিদ্ধ ‘ভাষানগর’ পত্রিকার ৩৫ বছর পূর্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রয়াত খ্যাতনামা কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত এর প্রাক জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কবি কৃষ্ণ বসু, কবি সুবোধ সরকার, শিবশিস মুখোপাধ্যায়, বিভাস রায় চৌধুরি, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর দত্ত প্রমুখ। কবি সুবোধ সরকারের আয়জ ও সঙ্গী প্রয়াত। সেই নারী শক্তির অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট কবি মল্লিকার সমগ্র সৃষ্টি, শিল্প ও সাহিত্য আজও নবীন প্রজন্মকে পথ দেখিয়েছেন, সুল্ক সন্ধান দিচ্ছেন নতুন প্রাণের। সমগ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকদের পাশাপাশি উদীয়মান কবিদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। ‘ভাষানগর’ পত্রিকার সুদীর্ঘ পঞ্চাশটির ক্ষেত্রে সুবোধ-মল্লিকা একে অপরের পরিপূরক যে ছিলেন, সেই স্মৃতিগুলিই উল্কে দিয়েছেন বিশিষ্ট আমন্ত্রিত কবিরা। দিবেন্দু ঘোষ দিবেন্দু ব্যানার্জীরা স্বরচিত লেখায় শ্রদ্ধা জানান কবি মল্লিকাকে। অবশ্য এই অনুষ্ঠান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যথায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন হচ্ছে। আসলে মল্লিকা সেনগুপ্ত যে সবার কবি, সেই বার্তা দিয়ে সভাকক্ষে হাজির হয়েছিলেন বিভিন্ন জেলার কবিরা। বলা ভালো, একদিন এই ‘ভাষানগর’ ভোপাল থেকে অশোক বাজপেয়ীর

নেতৃত্বে কলকাতার সমিলে পাড়ার লেটার হেড প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এক টুকরো পাউরুটি আর পাঁচ কাপ চা মুখে দিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত থুফ দেখেছে। কে লেখেন— ইউ আর অনন্তমূর্তি থেকে নিলীম কুমার। সঙ্গে বাংলাভাষার সমস্ত কবি। এবার ভাষানগর পাটেই যাবে। ভাষানগর রকম, ভাষানগর মারাঠি, ভাষানগর অসমিয়া, ভাষানগর মালায়লম, এরকমভাবে চব্বিশটি ভাষায় ভারতের চব্বিশটি শহর থেকে প্রকাশিত হবে। সব সংখ্যায় বাংলা কবিতার অনুবাদ থাকবে। বিশেষ করে তরুণ কবিদের কবিতা। ওরা পড়বেন বাংলা কবিতা ওঁদের ভাষায়, আর আমরা পড়ব ওঁদের কবিতা আমাদের ভাষায়। এটা একটা স্বপ্ন। বাংলা কবিতাকে ভারতবর্ষে পৌঁছে দেবার আন্দোলন। ভারতবর্ষের কবিতাকে বাংলায় নিয়ে আসার আন্দোলন। অমিয় চক্রবর্তী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ‘অখণ্ড ভারতী মানস’। রবীন্দ্রনাথ তাই তো চেয়েছিলেন শান্তিমনসেতন।

জানি সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। কিন্তু ভালো মাটি পেলে তরতর করে চারা বেরুবে। সেই ভালো মাটির নাম বাংলা কবিতা। সেই বার্তাই দিল অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরের অনুষ্ঠান। কবি লোপামুদ্রা কৃষ্ণ ও অনন্যা রায় সহ বহু কবি শরিক হয়েছিলেন সভায়।

চল যাই ঘুরে আসি...

বাড়িঘণ্ড রাজ্যের ঘাটশিলা মানেই শাল, সেগুনের জঙ্গলে ভরা এক আরগাক পরিবেশে, যেখানে শহুরে কলুষতা এখনও খুব একটা থাবা বসাতে পারেনি। ঘাটশিলা মানেই সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেখানে বসে লেখা তাঁর সমস্ত অমর সাহিত্যকীর্তি। এই কথাসাহিত্যিকের ‘রক্ষিনী দেবীর খড়গ’ পড়েই আমার এই রক্ষিনী মাতার প্রসঙ্গে জানার ইচ্ছা প্রবল হয়। আর সেই সূত্রেই ঘাটশিলার অদূরে জড়ুগোড়ায় রক্ষিনী মাতার মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবর্ষ সঠিকভাবে জানা না

স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই মন্দির খুবই জনপ্রিয় এবং মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী মা রক্ষিনী খুবই জগ্ৰতা। কথিত আছে যে মা তাঁর ভক্তদের কখনও নিরাশ করেন না। মা রক্ষিনীকে কাহ্নী মায়েরই এক অবতার বলে মনে করা হয়। আবার কারও কারও মতে, মা রক্ষিনী মা দুর্গারও এক রূপ। এখানে উল্লেখ্য যে, মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও দেবীমূর্তি নেই, একটি প্রস্তরখণ্ডকে দেবী হিসাবে আরাধনা করা হয়ে থাকে। মন্দিরের উল্টোদিকে গাছে লাল কাপড়ে নারকেল প্রথম এই রক্ষিনী মাতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন দেবীর কাছে। প্রথানুসারে কেবলমাত্র ভূমিজ



গেলেও বর্তমানে মূল রাস্তার ওপর অবস্থিত দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে নির্মিত মন্দিরটি ১৯৫০ সাল নাগাদ স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির মতো এই মন্দিরেও লম্বা গোপুরম লক্ষ্য করা যায়, আর এই গোপুরমে দেবী রক্ষিনীর বিভিন্ন রূপ খোদিত। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দিক উপরে দেবী দুর্গার মহিাসুর বধের দৃশ্য। এছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর খোদিত মূর্তিও মন্দিরগায়ে পরিলক্ষিত হয়। মূল মন্দিরের দু’পাশে আরও দুটি মন্দির— মহাদেবের মন্দির ও গণপতি মন্দির। গণেশ মন্দিরের পাশেই পূজার দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটার দোকান।

উপজাতির লোকেরাই মন্দিরের পূজারী হতে পারেন। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, এখানে এক সময় নরবলি প্রথা চালু ছিল। ব্রিটিশ আমলে এই নরবলি প্রথা বন্ধ হয়। পুরনো লোকপ্রবাদেের প্রতি আলোকপাত করা যাক। আনুমানিক তের’শ খ্রিস্টাব্দের কথা। মাল্ডু ও ধারের মল্ল রাজপুত্রদের মধ্যে একজন প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন জগৎদেব। তিনি প্রথম এই রক্ষিনী মাতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জঙ্গলাকীর্ণ অংশে। যে সময়ের কথা লিখছি, সেই সময় ধলভূমগড় ও সন্নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে মল্ল রাজপুত্রদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এই



রক্ষিনী মন্দিরের উপকথা

অরিন্দম ঘোষ



রাজপুত্র বংশের এক অপরূপা সুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন চিত্রলেখা। তিনি ছিলেন রক্ষিনী মায়ের ভক্ত। প্রতিদিন স্থানান্তে তিনি ভক্তিভরে দেবীর আরাধনা করতেন। রাজকন্যার সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে

গুজরাতের সোলাঙ্কি বংশের রাজকুমার ইন্দ্রসেনের। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গত রাতে অভিসারের সময় ধরা পড়েছে তার ভক্তিভরে দেবীর আরাধনা করতেন। রাজপুত্রদের চিরকালীন বৈরিতা। সুতরাং এই

সুযোগে রাজা স্থির করলেন অমাবস্যা রাতে কৃষ্ণকাজল অন্ধকারে রক্ষিনী দেবীর মন্দিরের হাঁড়িকাঠে রাজকুমারকে গুপ্ত প্রণয়ের অপরাধে বন্দি দেওয়া হবে। হাঁড়িকাঠে বসানো হল ইন্দ্রসেনের গলা। পিছনে তখন

নারব দর্শক চিত্রলেখা। ফুলডুংরি, সুবর্ণরোণা, গালুডি নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল এই অবিশ্বাস ঘটনার। চিত্রলেখা রক্ষিনী মায়ের কাছে আকুলভাবে তার প্রেমিকের জন্য জীবনভিক্ষা করছে। ধাতক যখন থড় থেকে

নারব দর্শক চিত্রলেখা। ফুলডুংরি, সুবর্ণরোণা, গালুডি নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল এই অবিশ্বাস ঘটনার। চিত্রলেখা রক্ষিনী মায়ের কাছে আকুলভাবে তার প্রেমিকের জন্য জীবনভিক্ষা করছে। ধাতক যখন থড় থেকে

হিমালয়ের গুপ্ত তন্ত্রসাধনক্ষেত্রের সন্ধান ‘রাঙামাটি ফুমনের গুপ্তমন্দির’



সত্যরত কবিরাজ

রহস্য গল্প সকল সময়েই পাঠকের কাছে এক ভিন্ন মাত্রার আকর্ষণের টান অনুভব করায়। এরওপরও তার মধ্যে যদি তন্ত্রমন্ত্রের কারিকুরি থাকে তবে তো কথাই নেই। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তন্ত্রমন্ত্রের তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার কথা বিশ্বাসই করেন না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের ততো কিছু যায় আসে না। সাধারণ পাঠকের তন্ত্রমন্ত্রের ওপর ভরসা অপরিসীম। মন্ত্রের দ্বারা কিনা করা সম্ভব। দেশে জ্যোতিষ চর্চা ও তান্ত্রিক জ্যোতিষদের বিজ্ঞাপনের বহর দেখলেই তা মালুম হয়। বর্তমান বিষয়টি তেমনই এক বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনের গুপ্তক্ষেত্র পুনরাবিষ্কারের কাহিনি নিয়ে রচিত। রাঙামাটি ফুমনের গুপ্তমন্দির। লেখক আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়টি বেছে নিয়েছেন ঐতিহাসিক ঘটনার পুনপ্রকাশের মাধ্যমে তা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্যই। কাহিনির সূত্রপাতবঙ্গাঙ্কুর বহর পূর্বে। কণিষ্ঠ ছিলেন কুমাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। সে সময়ে তাঁর আধীনে চিনের একটি অংশ সহ ভারত, নেপাল, গান্ধার সহ বিভিন্ন অংশে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অশ্বঘোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটিয়ে ত্রিপিটকের অলিখিত অংশের লিখিত রূপ প্রকাশে ব্রতী হন। এছাড়া লিখিত অংশের ক্রটি সংশোধন করা হয়। মহাযান নামক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব হয়, যান নাম হয় ‘বোধিসত্ত্বযান’ বলে ভূমিকাতেই লেখক উল্লেখ করেছেন। কণিষ্ঠর উদ্যোগে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে মূলত ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমবেত করে বৌধ উপদেশগুলি তান্ত্রশাসনে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। তান্ত্রশাসনগুলি একটি স্তূপের নীচে রক্ষা করে তার ওপর স্তূপ নির্মাণ করা হয়। সেগুলি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এসকল শাস্ত্র যাতে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা হস্তগত বা স্থানান্তর না করতে পারেন সেজন্য কাশ্মীরের বৌদ্ধভিক্ষুরা মন্ত্রবলে কাশ্মীরের চারিদিকে যক্ষদের প্রহরী রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। কথিত আছে কাশ্মীরের ভিক্ষুরা উপদেবতাদের নগররক্ষক রূপে প্রবেশ দ্বারে নিযুক্ত করেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ লক্ষ শ্লোকের ‘উপদেশশাস্ত্র’ নামে সূত্রপিটকের টাকা গ্রন্থ, বিনয়বিভাষাশাস্ত্র নামক টাকা গ্রন্থ সংকলণ করেন।

ছোটদের মনের মাঝে ‘ছড়া-কবিতার গান’

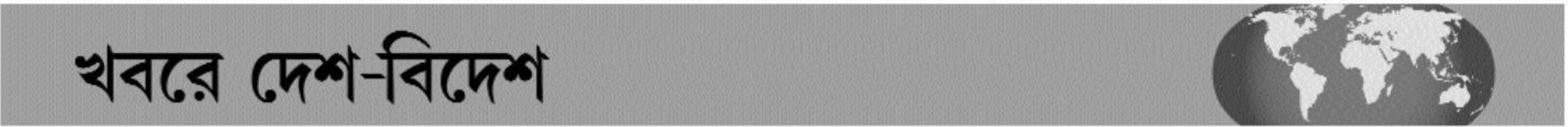


পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

ছোট ও কিশোরবেলা কোনওভাবে জীবনপ্রবাহে হারিয়ে যায় না। ওই সময়টা বড্ড মধুর, বড় আনন্দের। হয়তো সেই সময় থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে যায়। অনেক ইচ্ছাই কথা বলে যায়। ভালোবাসার হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। নতুন নতুন ভাবনায় নিজেকে মাতিয়ে রাখা যায়। সেই আন্তরিকতায় তরুণ কবি দীপঙ্কর প্রামাণিক ছোটদের জগতে বিচরণ করতে চেয়েছেন। হয়তো তাঁর প্রথম প্রয়াস ‘ছড়া-কবিতার গান’ বইটি ছোটদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করেছেন। কবি দীপঙ্কর প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে লিখেন— ‘সেদিন বোশেখ ভোরে বলবো কী ভাই তোরে গভীর বনে একলা মনে কুড়োচ্ছি ফল-পাকুড়... পাতার ফাঁকে আকাশ আঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।’ ছন্দে খেলায় মেতে ওঠার তাড়নায় ধরা পড়ে— ‘ছুট ছুট বালুমুড়ি ইসকুলে ফাঁকি ঠিক যেন স্বপ্নের রূপকথা পাখি...।’ কখনও দেখি— ‘দিন কেটে যায় একলা একা ক্লাস্ত পায়ের নুপুর, রোমাঞ্চকর মনের পাড়ায় বৃষ্টি টাপুরটাপুর।’ আবার ‘বাদল

আমার বাদল তোমার মাদল মধুর সুর, জাগল মনের ইচ্ছে নদী চায় হতে রোদুর।’ না হয়— ‘সাদা মেঘের ঘড়া... পদ্ম শালুক স্বপ্ন তালুক একমুঠো তুই ছড়া... ছুটি পড়া পড়া...।’ লেখার ছবিতো ধরা পড়ে— ‘আমার ঘরে জানলা টানা মনের ঘরটা খোলা, কাল-বোশেখির ঝড়-বাদলে ভিজছে ধারের গোলা।’ ছড়ার মাঝে সাহিত্যসাক্ষর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ধরে রাখতে কবির লেখা— ‘মন ভরে যায় আবেল তালোক ভাবনারে তুই খাম হাস্যরসের বরনা রেখায় ত্রৈলোক্যেরই নাম।’

কবি দীপঙ্কর প্রামাণিকের কথা ভেবে ছড়া, কবিতা লেখার ইচ্ছাকে কদর করতেই হবে। তবে মনে রাখতে হবে ছোটদের হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়ার জন্য ছন্দের খেলাটাকে সেই ভাবে প্রকাশ করতে হবে। কঠিন কঠিন শব্দকে ব্যবহার না করে সহজ সরলভাবে ছড়া বা কবিতা লিখলে ছোটদের মনকে বেশি নাড়া দেবে। প্রাচ্ছদ শিল্পী আহেলী চক্রবর্তী বং-তুলিতে স্বপ্নের আকাশকে ছুঁতে চেয়েছেন। বর্জিশ পাতার বইটার দামটা একটু বেশি হয়ে গেছে। আর ছড়া কবিতায় ছবি থাকলে ছোটরা আরও বেশি খুশি হতো।



মুসলিম সংরক্ষণ অনৈতিক কাজ বিগত কংগ্রেস সরকারের, দাবি শাহের

বেঙ্গালুরু, ২৭ মার্চ— সম্প্রতি ভোটমুখি কণ্ঠিকে ওবিসি মুসলিমদের ৪ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল করেছে বাসবরাজ বোম্বাই সরকার। দক্ষিণের রাজ্যে ভোটের প্রচারে এসে দিন সেই সিদ্ধান্তকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অমিত শাহ। রবিবার এক দলীয় সভায় তিনি বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের স্থান নেই ভারতীয় সংবিধানে। অনৈতিকভাবে এই কাজ করেছিল বিগত কংগ্রেস সরকার। বিজেপি কখনও তোষণের রাজনীতি করে না। রবিবার রণচিহ্নের বিদর এলাকায় সভা ছিল অমিত শাহের। সেখানে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণকে সংবিধান-বিরোধী বলেও দাবি করেন। এইসঙ্গে কংগ্রেসকে তোপ দেগে বলেন, মুসলিমদের তোষণের রাজনীতি করত কংগ্রেস। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার ওই সংরক্ষণ নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণেই ওবিসি মুসলিমদের ৪ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল হয়েছে। যদিও বিজেপি সরকার জানিয়ে দিয়েছে,



মুসলিমদের বাতিল হওয়া ৪ শতাংশ সংরক্ষণের ফায়দা পাবেন রাজ্যের দুই হিন্দু গোষ্ঠী লিঙ্গায়ত ও ভোক্তালিঙ্গা সম্প্রদায়। এইসঙ্গে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওবিসি মুসলিমদের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করা হবে উল্লেখ্য, অমিত শাহ মুসলিমদের সংরক্ষণের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন বটে, বাস্তবে ওই সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। তখন ক্ষমতায় জনতা দল, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এইচ ডি

দেবগৌড়া। প্রশ্ন উঠছে, এই তথ্য কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নেই? কংগ্রেসের বক্তব্য, জেনে বুঝে ভোটের আগেভাগে কংগ্রেসকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এইসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের রাজনীতির ফায়দা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। এর ফলেই সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অমিত শাহের বক্তব্যে ভীষণ খুশি রাজ্যের বিজেপি নেতারা। তারা বলছেন, মেরু-করসের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ভোটের বাজ্জে। মূল উদ্দেশ্য তো সেটাই।

স্পিকার আসতেই তাঁর চেয়ার লক্ষ্য করে কাগজ

শুরুর এক মিনিটে স্থগিত লোকসভার কার্যক্রম

দিল্লি, ২৭ মার্চ— লোকসভায় অধিবেশন শুরুর মিনিট খানেকের মধ্যেই স্পিকার কার্যক্রম মূলতবি করার কথা ঘোষণা করেন। কারণ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দিকে কাগজ ছুড়লেন বিরোধী সাংসদরা। রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করা নিয়ে কংগ্রেস এবং বাকি বিরোধীদের বিরুদ্ধেভার কারণে লোকসভার কার্যক্রম যথাক্রমে বিকাল ৪টে পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।



বিড়লা তাঁর আসন গ্রহণ করার মুহূর্তে কালো পোশাক পরে থাকা কংগ্রেস সাংসদরা তাঁর চেয়ারের দিকে কাগজ ছুড়তে শুরু করেন। এই ঘটনার পর স্পিকার বলেন, ‘আমি মর্যাদার সঙ্গে সংসদ চালাতে চাই।’

এর পরই বিকাল ৪টা পর্যন্ত তিনি নিম্নকক্ষের কার্যক্রম মূলতবি করেন। রাজ্যসভাতেও কংগ্রেস-সহ বাকি বিরোধী সাংসদদের বিরুদ্ধে দেখানোর কারণে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় দুপুর দু’টো পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত করেন।

ফের উর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ, বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যাও

দিল্লি, ২৭ মার্চ— ফের উর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এক দিনে প্রায় ২ হাজার মানুষ নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৮৯০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ২০২২ এর অক্টোবরে এক দিনে এক সংখ্যক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০২৩ এর মার্চ, এই নিয়ে পর পর ২ দিন সংক্রমণের সংখ্যা ২ হাজারের ঘরে। দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সব মহলে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দেশ জুড়ে কোভিড রুখতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরাও। আগামী মাসের ১০ ও ১১ তারিখ দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল করোনা মোকাবিলায় কুটটা প্রস্তুত তা খতিয়ে দেখা হবে। সব রাজ্যের কাছেও



নির্দেশিকা পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৯, পরিসংখ্যান মার্কিন এই সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ২৯। ক্রমবর্ধমান এই মৃত্যুসংখ্যা উদ্বেগ বাড়িয়ে সব মহলে।

পুজোর প্রসাদ খেয়ে হাসপাতালে ২১ শিশু

ভোপাল, ২৭ মার্চ— নবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ বহু মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার একটি গ্রামে। সূত্রের খবর, খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ প্রায় ৩০টি শিশু তাদের মধ্যে ২১টি শিশু হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, ফৈজপুর নিান্না গ্রামে নবরাত্রি উপলক্ষে এক মন্দিরে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। সেই খিচুড়ি খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ে গ্রামের শিশুরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এসপি অর্পিত বিজয়বর্ণী জানান, এই ঘটনায় একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। সেই ব্যক্তির নাম ওমপ্রকাশ আলিয়াস পিঙ্গান। জানা যায়, রবিবার একটি ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়।

সিগারেট-গুটখা, পানমশলা সবকিছুর দাম বাড়ছে

পাকেটে ছেঁকা দিয়ে ‘নেশা’ কমানোই লক্ষ্য কেন্দ্রের

দিল্লি, ২৭ মার্চ— সিগারেটে যাদের সুখান্না না দিলে সুখ নেই বা পান মশলা বা গুটখায় আসক্তদের জন্য দুঃসংবাদ। তৈরী থাকুন খরচ বাড়তে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে তামাকজাত পণ্যের দামের ওপর জিএসটি বৃদ্ধি পাওয়ায় সিগারেট, গুটখার প্যাকেটের দাম বাড়বে। জিএসটির হার বাড়ায় স্বভাবতই প্রস্তুতকারক সংস্থার খরচও বাড়বে। ফলে সিগারেট, গুটখা, পান মশলা ইত্যাদির প্যাকেটের দাম আগের থেকে অনেকটাই বাড়বে। আসলে জিএসটি বাড়ানোর পেছনে কেন্দ্র সরকারের মূল লক্ষ্য তামাকের নেশা কমানো। গুটখা, খৈনি ইত্যাদি

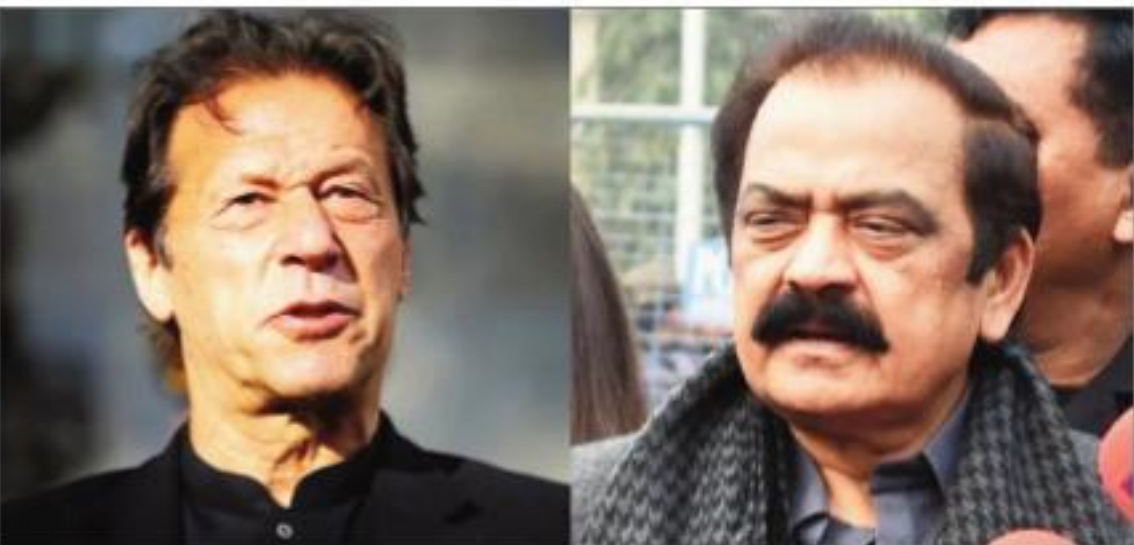
অনেক রাজ্যেই নিষিদ্ধ হয়েছে। এবার নতুন সেস চাপল সিগারেটের উপরেও। ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ লোকসভায় যে বাটজে পেশ করেছেন তারেই এই সেসের সর্বোচ্চ সীমার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে লাগু হবে। এর জেরেই বাড়তে পারে দাম। জিএসটি চালু হওয়ার পরে তামাকের উপরে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ যারো জিএসটি আদায় করা হয়। তার উপরে তামাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে জিএসটি-র পরেও অতিরিক্ত সেস চাপানো হয়। বর্তমানে তামাকজাত



পণ্য উৎপাদনের উপরে ১৩.৫ শতাংশ লেভি ধার্য হয়। জিএসটি সংক্রান্ত এই ক্ষতিপূরণ ৫১ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই আজ শেয়ার বাজারে সিগারেট ও তামাক প্রস্তুতকারী সংস্থার শেয়ারের দর ধাক্কা খেয়েছে। আইটিসি-র শেয়ার ৬ শতাংশেরও বেশি পড়েছে। অর্থনীতির নিয়ম মেনে বরাবরই বাজেটে কর আদায় বাড়াতে সিগারেট, তামাকে কর চাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ সিগারেট, তামাকে কর বসিয়ে দাম বাড়ালেও

তার বিক্রি কমে যায় না। কিছু মানুষ ধূমপান ছাড়লে বা কমালেও তার থেকে অনেক বেশি বাড়ি নতুন ধূমপায়ীদের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতিকে চাপা করতে অর্থ চালতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে তামাকে কর বসিয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানোটা সহজ পন্থা। ভারত এমনিতেই সিগারেট ও তামাক সেবনকারীর সংখ্যায গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়। তামাকজনিত কারণে ক্যানসার রোগীদের সংখ্যাও বাড়ছে দেশে। সে দিক থেকেও তামাকে বেশি কর চাপানোটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইসলামাবাদ, ২৭ মার্চ— হয় ইমরান খান নিজে খুন হবেন, নয়তো সরকারের প্রতিনিধিদের খুন করাবেন। দেশকে এমনই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছে দিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বিতর্কিত এই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লা। তাঁর মতে, দেশের মানুষের মনকে কার্যত বিধিয়ে দিয়েছেন ইমরান। তাই বিরোধী মানসিকতাকে একেবারে নিরশেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে সকলেই। গত বছর নভেম্বর মাসে ইমরানের সভায় গুলি চালায় এক বন্দুকবাজ। ইমরানের পায়ে গুলি লাগলেও সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। সেই সময়ে বিশ্বকাপজয়ী পাক অধিনায়ক অভিযোগ আনেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লা ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁকে হত্যা করতে চান। সেই



জনাই ইমরানের মিছিলে ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা হয়েছে। যদিও রবিবার ইমরানের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁকে কন্টেনারের মধ্যে থেকে বজ্রতা দেওয়ার নির্দেশ দেয় পাক প্রশাসন। এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন

সানাউল্লা। তাঁর মতে, ‘হয় ইমরান খুন হবেন নয়তো আমরা। কারণ পাকিস্তানের রাজনীতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন ইমরান, যেখানে হয় তাঁর দল থাকবে নয়তো আমাদের দল। রাজনীতিকে শত্রুতা বানিয়ে দিয়েছেন ইমরান। এখন থেকে তাঁকে আমরা শত্রু হিসাবেই দেখব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে ইমরানের দল পিটিআই। দলের তরফে নেতা ফাওয়াদ চৌধুরি বলেন, ‘পাকিস্তানের জোট সরকার ইমরান খানকে থায়ে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। উনি কি সরকার চালাচ্ছেন নাকি গুণ্ডা দল? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ইমরানকে খুন করা, সেই বিষয়টি এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আশা করি এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে।’

আইইডি বিস্ফোরণে নিহত ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র বাহিনীর এক আধিকারিক

বিজাপুর, ২৭ মার্চ – তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় আইইডি বিস্ফোরণে নিহত ছত্তীসগড়ের সশস্ত্র বাহিনীর এক আধিকারিক। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটে ছত্তীসগড়ের মিরতুর এলাকায়। বিজাপুর জেলা পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা যায়। বিজাপুর পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত বিজয় যাদব উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার বাসিন্দা। সিএএফ-এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে আরও জানাযো হয় অভিযানের সময় অসাবধানতাবশত আইইডি-র উপর পা পড়ে যায় বিজয়ের। তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল থেকে মিরতুর থানা এলাকায় এতেপাল এবং চিমনোর গ্রাম এলাকায় রাষ্ট্র তৈরির কাজ চলছিল। নিরাপত্তার জন্য ওই বাহিনী মোতায়েন হয়। কিন্তু সকাল ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু ঘটে সিএএফ-এর সরকারী কমান্ডারের।ওই এলাকা মাওবাদী প্রভাবিত। ফলে এই ঘটনার পিছনে তাদের হাত রয়েছে বলেই দৃঢ় ধারণা পুলিশের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরও বাহিনী। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মোদির সঙ্গে বিজেপি সাংসদদের সাক্ষাতের আগেই দিল্লিতে শুভেন্দু, বৈঠক শাহ-নাড্ডার সঙ্গে

দিল্লি, ২৭ মার্চ— মঙ্গলবারই বাংলার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংসদ চলাকালীন সময় বের করে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানিয়েছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্ব বাংলার সব সাংসদই যাবেন মোদির ডাকা আলোচনা চক্রে। কিন্তু তার আগে ফের কৌশলী চাল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। সোমবারই তিনি তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়েছেন। সূত্রের খবর, সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন শুভেন্দু। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। বঙ্গ ব্যাটালিয়নের সদস্য ছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে আরও জানাযো হয় অভিযানের সময় অসাবধানতাবশত আইইডি-র উপর পা পড়ে যায় বিজয়ের। তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল থেকে মিরতুর থানা এলাকায় এতেপাল এবং চিমনোর গ্রাম এলাকায় রাষ্ট্র তৈরির কাজ চলছিল। নিরাপত্তার জন্য ওই বাহিনী মোতায়েন হয়। কিন্তু সকাল ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু ঘটে সিএএফ-এর সরকারী কমান্ডারের।ওই এলাকা মাওবাদী প্রভাবিত। ফলে এই ঘটনার পিছনে তাদের হাত রয়েছে বলেই দৃঢ় ধারণা পুলিশের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরও বাহিনী। ঘটনার তদন্ত চলছে।



করতেই পালটা কৌশল নিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদাররা। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তাঁরা সময় চেয়েছিলেন। সেইমতো মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ বাংলার সাংসদদের সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়েছেন মোদি। এ রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে

রিপোর্টও নিতে পারেন তিনি কিন্তু সেসবের আগে সোমবারই দিল্লি উড়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সংসদে তিনি অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে কথা বলেছেন। এছাড়া জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এরপর

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপের ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করে সৌজন্য বিনিময়ে করেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, এদিন সংসদে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। দেশপ্রাণ এলাকায় রেললাইন নিয়ে কথা বলেন। রেলমন্ত্রীর আশ্বাস, বিষয়টি নিয়ে তিনি দেখবেন। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মত, সুকান্তরা তাঁর বিরুদ্ধে মোদির কাছে নালিশ করতে পারেন, এই আশঙ্কা থেকে শুভেন্দু নিজেই আগেভাগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ছুটছেন। রাজ্যে চলাতে থাকা রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করে বাড়তি নম্বর আদায় করাই কি উদ্দেশ্য? যাতে সুকান্তদের নালিশের জেরে তাঁর প্রতি কোনও ইজ্জত যেন টাল না খায়? অমিত শাহ, নাড্ডার সঙ্গে তাঁর এই আচমকা সাক্ষাতে এসব প্রশ্নই উঠছে।

বেলোরুসে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ার প্রস্তুতি পুতিনের

মস্কো, ২৭ মার্চ— বেলোরুসে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন। তার এই সিদ্ধান্তে প্রবল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমেরিকা-সহ পশ্চিম দুনিয়া। অন্যদ পুতিন অবশ্য বলেছেন, আগামী সপ্তাহ থেকে সেনাকে ওই অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেবে রাশিয়া। ১

জুলাইয়ের মধ্যেই বেলোরুসের মাটিতে নতুন পরমাণু অস্ত্রগার তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। পুতিনের এই সিদ্ধান্তে পরমাণু যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা করছেন অনেকে। রুশ প্রেসিডেন্ট অবশ্য জানিয়েছেন, বেলোরুসের মাটিতে পরমাণু অস্ত্র মজুত করা হলেও তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে মস্কোর হাতেই। তার দাবি,

এর ফলে কোনও ভাবেই তা ‘আন্তর্জাতিক পরমাণু অস্ত্র সংরক্ষণ’ নীতি লঙ্ঘন করবে না। নেটোর সদস্য দেশ আমেরিকা এত দিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি গড়ে পরমাণু অস্ত্র মজুত করেছে। বেলোরুসে পরমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ার এই সিদ্ধান্তের পিছনে সেই যুক্তিকেই খাড়া করেছেন পুতিন।

বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারী ৮ বছরের মার্কিন নিবাসী কিশোর, বেছে নিলেন দলাই লামা

দিল্লি, ২৭ মার্চ – তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে বেছে নিলেন দলাই লামা। আট বছর বয়সী কিশোর মঙ্গোলীয় বংশের। তবে সে মার্কিন নিবাসী। ওই কিশোরের নাম জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, সে এক প্রাক্তন মঙ্গোলীয় সাংসদের নাতি, যার এক যমজ ভাই রয়েছে। তার বাবা এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে এই পদাধিকারীকে বলা হয় ‘খালখা জেটসুন ধাম্পা রিনপোচে’। আট বছরের এক মঙ্গোলীয় কিশোরকে, দশম ‘খালখা জেটসুন ধাম্পা রিনপোচে’ হিসেবে বেছে নিলেন



দলাই লামা। মঙ্গোলীয় বংশের হলেও, ওই কিশোরের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৮ মার্চ

করা হয়। ওই মঙ্গোলীয় কিশোরের সঙ্গে ছবিও তোলেন তিনি। দলাই লামার এই পদক্ষেপ বেজিং কিভাবে নেবে সেটাই এখন দেখার। তাদের নিজেদের নিরাপত্তা ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ চিন। তাই খালখা জেটসুন ধাম্পা রিনপোচে হিসেবে আট বছরের কিশোরটির নাম ঘোষণা নিয়ে তিব্বতি বৌদ্ধ সমাজে খুশির আবেজ ছড়িয়ে পড়লেও , আট বছরের ওই কিশোরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকার মেঘ দেখা দিয়েছে। কারণ বরাবরই দলাই লামার চরম বিরোধিতা করে এসেছে চিনের কমিউনিস্ট সরকার।

বাবা হলেন তেজস্বী যাদব, টুইটে লিখলেন ‘ঈশ্বরের উপহার’

পাটনা, ২৭ মার্চ – বহু বাড়বাড়িপটার পর খুশির হাওয়া লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারে। বাবা হয়েছেন তেজস্বী যাদব। সোমবার সকালে কন্যা সন্তানের জন্মের পর টুইট করে লিখলেন ঈশ্বরের উপহার। আরজেডি নেতা তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে একটি ছবি টুইট করেন। টুইটারে লেখেন, ‘ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে যাদবের পরিবার পাঠিয়েছেন।’ স্বাভাবিকভাবেই যাদব পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব টুইট করে শুভেচ্ছা জানান আরজেডি নেতাকে। প্রথম তাঁকে বাবা হওয়ার শুভেচ্ছা জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীৱাল। তিনি টুইটারে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান, ‘পবিত্র নবরাত্রির দিন তেজস্বীর কন্যাসন্তান সমগ্র যাদব পরিবারের জন্য আশীর্বাদ।’

দীর্ঘসময়ের বন্ধু রাজশ্রী স সঙ্গে ২০২১ সালে গাঁছছাড়া বাঁধেন তেজস্বী। সেই সময় রাজশ্রীর নাম ছিল রাচেল গোল্ডিনহো। হরিয়ানার বাসিন্দা রাচেল পড়াশোনা ও কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকতেন। স্কুল থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব। বিয়ের পর নাম বদল করেন রাচেল। তাঁর নতুন নাম হয় রাজশ্রী যাদব। তেজস্বী বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হলেও রাজশ্রী নিজে প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকেছেন। জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে লালু প্রসাদ-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় রাজশ্রীকেও। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপর সোমবার তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এদিন টুইট করেন লালুর কন্যা রোহিনীও। খুশি লাড়ু ও ঠাকুমা লালু প্রসাদ ও রাবড়ি দেবীও।



মহিলা জাতীয় ফুটবলে বাংলার হার

নিজস্ব প্রতিনিধি— উত্তরপ্রদেশের মথুরাতে চলছে ২৭তম জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। এবারের এই প্রতিযোগিতায় ৫৮ পর্বের খেলায় বাংলা প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে পরাস্ত করে অরুণাচল প্রদেশকে। দ্বিতীয় ম্যাচে সোমবার বাংলা মুম্বাইয়ে হয়েছিল তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। বাংলা শিবির আয়িবাশ্বে ভরপুর থাকলেও, তামিলনাড়ুর ঝোড়ো আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বাংলা হার স্বীকার করল ০-৪ গোলের ব্যবধানে তামিলনাড়ুর কাছে। তামিলনাড়ুর মেয়েরা প্রথম থেকেই আক্রমণে গতি বাড়িয়ে বাংলা শিবিরে আঘাত হানতে থাকে। খেলার প্রথমার্ধেই দুটো গোল পেয়ে যায় তামিলনাড়ু। প্রথম গোলটি আসে ৩৪ মিনিটে মালারিকার পা খেলে। আর দ্বিতীয় গোলটি হয় ৪৩ মিনিটে প্রিয়াধারের দক্ষতাতে। প্রথম পর্বে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরে তামিলনাড়ুর মেয়েরা দ্বিতীয় পর্বে আরও দুরন্ত হয়ে ওঠে। ৭৯ মিনিটে মালারিকার গোলে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় তামিলনাড়ু। গোল পরিশোধ করার জন্য বাংলার মেয়েরা সেইভাবে নিজদের প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ৮২ মিনিটে আবার গোল পেয়ে যায় তামিলনাড়ু। এবারের গোলাদাতা যুবরানি। বাংলা পরের ম্যাচে যদি জিততে না পারে, তাহলে সেমিফাইনাল খেলা কঠিন হয়ে যাবে। বাংলাকে পরের ম্যাচে খেলতে হবে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে।

এদিকে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে এদিন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল জামশেদপুর এফসি'র কাছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ইস্টবেঙ্গল জয় দেখতে পেল না। জামশেদপুর এফসি ৩-২ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এক ঝাপ এগিয়ে গেল। জামশেদপুরের হয়ে গোল করছেন লাল হীরা ও মার্জিৎ সিং। আর একটি গোল আসে আত্মঘাতীতে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দু'টি গোল করেছেন হিমাংশু ঝাংড়া। মঙ্গলবার আইএফএ দফতরে গ্রে লাইসেন্স কোচিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাংলার প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

হারল ডেনমার্ক

দিল্লি— পাঁচ গোলের গ্লিয়ারে ডেনমার্ক হারল ইউরো কোয়ালিফাইং ম্যাচে কাজাকিস্তানের কাছে। টান টান টান উত্তেজনায় ভরা দশজনে খেলা কাজাকিস্তান জয় তুলে নিল (৩-২) গোলে। বর্বও নম্বর র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা কাজাকিস্তানের কাছে হার স্বীকার করল আঠারো নম্বর র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা ডেনমার্ক। যা একেবারেই ফুটবল বিশ্বে হতবাক করার মতন বিষয়। তবে কাতার বিশ্বকাপ থেকেই অঘাটনের পালা শুরু হয়েছে ফুটবল বিশ্বে। সেটার সাক্ষী সকলে রয়েছেন।

জিতল ইতালি

দিল্লি— প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে ইতালিদের কাছে হারের পর অবশেষে জয়ের মুখ দেখল গতবারের ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন ইতালি। দ্বিতীয় খেলায় ইতালি হারাল মালটাকে (২-০) গোলে। তবে ইতালি প্রথম ম্যাচের হারের ধাক্কা সামলে সেভাবে বিশ্বদেী মেজাজে কামব্যাক করতে না পারলেও, তারা দু'গোলে জয় তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে।

আইসিসি'র ডিগবাজি

দুবাই— আইসিসি'র ডিগবাজি... হ্যাঁ, আবারও উল্টোটা সুর আইসিসি'র বার্তায়। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া তৃতীয় টেস্টের পরে আইসিসি'র পক্ষ থেকে পিচ নিয়ে জানানো হয়েছিল, 'ইন্সপেরের উইকেট অতি নিরম্মার এবং খারাপ।' ডিমেরিট পয়েন্ট হিসাবে ণিন পয়েন্ট কাটা হয়েছিল। কিন্তু বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আইসিসি'র কাছে এই ব্যাপারটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল। আর সেখানেই ভেঙে দেখাল আইসিসি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আবেদনের পরেই ভোল পাল্টাল আইসিসি। জামিয়ে দিল, পিচ খুব একটা খারাপ ছিল না। সাধারণের থেকে একটু খারাপ ছিল। ব্যাপারটা পুরো খতিয়ে দেখা হয়েছে। একেবারে পিচ খারাপ সেটার তথ্য বা প্রমাণ অনেক কম ছিল। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভরসা নেই নারিনে... নাইটদের নতুন নেতা নীতিশ রানা

নিজস্ব প্রতিনিধি— আসন্ন ষোলোতম আইপিএলের মরশুমে এবারে নাইটদের নতুন নেতা নীতিশ রানা... চোটের জন্য এবারের আইপিএলের আসরে প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়র। যদিও এখনও নাইট শিবির শ্রেয়সকে নিয়ে আশা ছাড়ছে না। তাদের বিশ্বাস শ্রেয়স সার্জারির পর শেষদিকে হলেও নাইট দলে কামব্যাক করবেন। এরপর থেকেই নাইট শিবিরে এবারে কাকে অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে সেটা নিয়ে জল্পনা চলছিল।

তালিকায় ছিলেন অবশ্য নীতিশ রানা ও সুনীল নারিন। কিন্তু সুনীল নারিন বিদেশি লিগে দলের দায়িত্ব নিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থতার খাতায় নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। সেখানে তার ওপর বেশ কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল দলের কর্তারা। কিন্তু, উপায় না থাকায় অভিজ্ঞতার বিচারে তাঁকে তালিকায় রাখা হয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত সবাইকে পিছনে ফেলে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে নীতিশ রানাকে। সোমবার কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'শ্রেয়স আইয়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের দলের অধিনায়ক বাছা হয়েছে নীতিশ রানাকে। আমরা আশা করছি শ্রেয়স চোট সারিয়ে সার্জারির পর দলে যোগ দেবে শেষদিকে। হয়তো কিছু ম্যাচেও খেলতে পারে



সকলকে।

নীতিশ রানা কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ২০১৮ সাল থেকে। তিনি মোট ৭৪ টি ম্যাচে ১,৭৪৪ রান করেছেন স্ট্রাইট রোট

১৩৫.৬১।

আসন্ন ষোলোতম মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্স মোহালিতে ১ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারে অভিযান শুরু করছে।

ব্যাট ও বল হাতে নয়, রংয়ের স্প্রে নিয়ে গ্যালারির সিট রং করছেন মাহি

নিজস্ব প্রতিনিধি— এটাই নিজের কেরিয়ারের শেষ আইপিএল সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না... এর আগাম বার্তাও নিজে থেকে দিয়ে রেখেছেন ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। তিনি চেয়েছিলেন ঘরের মাঠে চিপকে আইপিএলের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন। আর এবারের কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে চিপকে শেষ ম্যাচ খেলবেন ধোনি। যদি চেনাই শেষ ম্যাচ প্লে-অফে কোয়ালিফাই করে তাহলে তিনি খেলবেন বলে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু চিপকে সেটাই মাইরি শেষ ম্যাচ। ইতিমধ্যে চিপকে মোহালিয়ার ক্যাম্প শুরু হয়েছে। এবারে আমোদবাদের প্রথম ম্যাচে হার্কিনদের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ধোনিরগেড আইপিএলের অভিযান শুরু করবে। হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি তার আগেই দলে ক্রিকেটাররা যোগ দিয়েছেন। এবারে চেনাই দলের এক্স ফ্যাক্টর



হতে চলছেন বেন স্টোন্স। তিনিও চলে এসেছেন। এবং জোরদার

প্রস্তুতি চালাচ্ছে ব্যাটিং নেটে। সেইসঙ্গে বাকি বিদেশিরা চেনাই

ক্যাম্পে নিজদের প্রস্তুতি সারছেন। তবে সকলের থেকে কিছুটা

নিজস্ব প্রতিনিধি— 'লখনউ সুপার জায়ান্টস দলের বড় শক্তি হলো লোকেশ রাহুল ও কুইন্টন ডি ককের ওপেনিং জুটি। এই দলের এক্স ফ্যাক্টর হল দীপক হুড্ডা', এমনটাই মনে করছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক অ্যানন ফিল্প। গতবার আইপিএলের সংসারে খেলার পরই প্লে-অফে খেলার ব্যোয়টা অর্জন করে নিয়েছিল লখনউ। খেতাব জিততে না পারলেও প্রথমবার আইপিএল খেলতে নেমেই প্লে-অফে খেলাটা বিরাট কৃতিত্ব অর্জন সেটা নিশ্চিত বলে দেওয়া যায়। লখনউ গতবার লিগ টেবলে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিল নয়টি জয় ও পাঁচটিতে হেরে। প্রথমবার খেলতে নেমেই প্লে-অফে খেলার ছাড়পত্রও

পেয়েছিল। কিন্তু এলিমিনেটর ম্যাচে আরসিবি'র কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল লখনউ। ফিল্পের সংযোজন, 'আমার তো মনে হয় লখনউ দলের সবথেকে বড় শক্তি হল ওপেনিং জুটি রাহুল ও ডি কক। এরা দু'জনে একে অপরকে খুব ভালো করে চেনে। এবং দু'জনের মধ্যে একটা দারুণ তালমিল রয়েছে। বিপক্ষ দলকে

দীপক হুড্ডা। ব্যাটিং ও বোলিংয়ে পারদর্শী। তাছাড়া দলে রয়েছে নিকোলাস পুরান। ওর কথা ভুলে গেলে চলবে না। যেমনঝকুটে ব্যাটসম্যান সেরকম ভালো ফিল্ডার। পাশাপাশি ত্রুণাল পাণ্ডিয়ার মতন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার তো রয়েছে। তাই এরা যদি নিজেদের সেরা ফর্মে থাকে তাহলে লখনউ দলকে আটকানো অনেকটাই কঠিন হবে।' এদিকে কুইন্টন ডি কককে প্রথম দুই ম্যাচে পাবে না লখনউ। লখনউ এবারে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আইপিএলের অভিযান শুরু করবে। ডাচদের সঙ্গে একদিনের ম্যাচের সিরিজ খেলার জন্য ডি কককে পাবে লখনউ প্রথম দুই ম্যাচে।

অলিম্পিকে পদক জয়ের লক্ষ্যে বক্সার নিখাত

দিল্লি— পর পর দু'বার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বক্সার নিখাত জারিন। আন্তর্জাতিক স্তরে নজর কাড়লেও, এখন পর্যন্ত অলিম্পিকে পদক চিনে বসাতে চলছে এশিয়ান গেমস। ওই প্রতিযোগিতায় সেরা পারফর্ম করতে চাইছেন নিখাত। যদি ওই প্রতিযোগিতায় পদক জয় করতে পারেন তাহলে আগামী বছরে অলিম্পিকে অংশ নেওয়া

দিতে চাইছেন ৫০ কেজি বিভাগে লড়াই করে পদক জয়ের ভাবনাকে গেমস। তাই এখন থেকেই নিজেকে তৈরি করতে চাইছেন নিখাত জারিন। আর সেই কারণেই বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হওয়ার পরেই নিবিড় অনুশীলনে নেমে পড়বেন নিখাত। এমনই বার্তা দিয়েছেন নিজে। ২০২২ সালে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫২ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পদকটি দখল করেছিলেন। আর এই ভাবনাতেই আগামী অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়ে ভারতকে পদক

প্রতিযোগিতায় নিখাত অংশ নিলেন। শুধু অংশ নেওয়া নয়। দুই বিভাগেই সোনা জয়ের সাফল্যটাকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে সোনা জয়ী বক্সার নিখাত জারিন বলেন, 'আমার কাছে এই পদক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তার প্রধান কারণ কমনওয়েলথ গেমসের পর বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে লড়াই করাটা অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু মনকে দৃঢ় করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য বক্সিং রিংয়ে আমি হয়ে উঠেছিলাম দুরন্ত। তবে আমার

আজ কিরগিজদের হারাতে বন্ধপরিকর ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি— ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ভারত মঙ্গলবার মাঠে নামছে কিরগিজস্থানের বিরুদ্ধে। ভারত প্রথম ম্যাচে মায়ানমারকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। কিরগিজস্থান ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যদি ভারতীয় দল এই ম্যাচটি ড্র করতে পারলে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু কোচ ইগার সিমেকের লক্ষ্য ড্র নয়, জয় চাই। তার জন্য আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে ভারত। ভারতের আশা আরও বেড়েছে যেহেতু মায়ানমার ও কিরগিজস্থানের খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়। রবিবার একেবারে শেষ মুহুর্তে কিরগিজস্থানের খেলোয়াড়া গোল করে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ব পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহুর্তে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিরগিজস্থানের খেলোয়াড়রা বড় চ্যালেঞ্জ ঝুঁড়ে দিতে চেষ্টা করবেন। তাই সাংবাদিক বৈঠকে কোচ জানিয়েছেন, আমরা অলআউট খেলব। আমি জানি গ্যালারি ভর্তি দর্শকরা ভারতীয় দলকে সমর্থন করবেন। আর এই সমর্থনের জন্য খেলোয়াড়া উদ্বুদ্ধ হয়ে সেরা খেলা উপহার দেবেন। মায়ানমারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ কিরগিজস্থান ড্র করায় স্বাভাবিকভাবে তারাও কিন্তু লড়াইকু মনোভাব নিয়ে মাঠে নামবে। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে। এই মুহুর্তে ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছে আবদুল সামাদ। তবে, আমাদের দলে দু'একজন খেলোয়াড়ের চোট রয়েছে। আমি বলতে চাই প্রতিপক্ষ দল সেই অর্থে আমাদের থেকে মানসিকভাবে এগিয়ে রয়েছে। বিপক্ষ দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার যে কেনেও সময় খেলার চেহারা দলকে দিতে পারেন। এই বিষয়টা মনে রাখা প্রয়োজন রয়েছে।

কোচ ইগার সিমাক মনে করেন, প্রথম ম্যাচে মায়ানমারের বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে জয়লাভ করলেও, ভারত কিন্তু সেইভাবে নজরে আসেনি। তাই দ্বিতীয় ম্যাচটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। প্রথম ম্যাচে প্রথম একাদশে যারা খেলেছিলেন ভারতের জার্সি গায়ে, তাঁদের মধ্যে বাদের তালিকায় কেউই থাকছেন না।

বৃষ্টি ভেজা উইকেটে তাসকিন এলোমেলো করে দিলেন আইরিশদের

চট্টগ্রাম— একদিকে বৃষ্টি আর অন্য দিকে বোলার তাসকিন আহমেদের দুরন্ত বোলিং সবকিছু ভাবনা পরিবর্তন করেদিল। আর সেই অবসরেই ডার্কওয়ার্থ লুইসের কারণে বাংলাদেশের শাকিব আল হাসানরা আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ রানে জয় পেয়ে গেল টি-২০ ক্রিকেটে। একদিনের সিরিজে ১৪ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এক ওভারে বাংলাদেশের তাসকিন তিনটে উইকেট নিয়ে আইরিশদের পিছনে ফেলে দেন সোমবার। টি-২০ সিরিজে আইরিশরা ভাল খেলবেন তা ভেবেই রেখেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের কাছে হার মানতে হল পল স্টার্লিংদের। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ১৯.৯ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান করে। তারপরেই বৃষ্টি বৈশি আসে। খেলা স্থগিত রাখতে হয়। পরে আর ব্যাট করার সুযোগ হয়নি খেলা শুরু হওয়ায়। বৃষ্টির জন্যে ম্যাচের ওভার কমিয়ে আনা হয়। বৃষ্টির জন্য ওভার কমিয়ে তা নির্ধারিত হয় ৮ ওভার। আয়ারল্যান্ডকে জিততে হলে প্রয়োজন ছিল ১০৪ রানের। কিন্তু আইরিশরা খেতেই নেমে বাংলাদেশি বোলারদের কাছে দাঁড়াতেই পারেননি উইকেটে। ৮ ওভারে আয়ারল্যান্ড মাত্র ৮১ রান তোলে ৫ উইকেটের বিনিময়ে। বাংলাদেশের দুই ওপেনার লিটন দাস ও রনি তালুকদার প্রথম থেকেই আত্মসী ভূমিকা নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন। প্রথম জুটিতে ৭.১ ওভারে ৯১ রান ওঠে। লিটনের ব্যাট থেকে ২৩ বলে ৪৭ রান আসে। লিটন এবারে আইপিএল ক্রিকেটে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে মাঠে নামবেন। রনি ৩৮ বলে রান করেছেন ৬৭। দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে নামেন নাজমুল হোসেন। তিনি ১৪ রান করেছেন ১৩ বলে। তৃতীয় উইকেটে খেলতে নেমে শামিম হোসেন ২০ বলে ৩০ রান উপহার দেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিনায়ক শাকিব আল হাসান ও মেহেদি হাসা মিরাজ অপরাজিত থাকেন। শাকিব ২০ রান করেন ১৩ বলে। বৃষ্টির পরে খেলা শুরু হতেই আয়ারল্যান্ডের শিবিরে ধস নামে। তাসকিনের দুরন্ত বোলিংয়ের কাছে একের পর এক ব্যাটসম্যান প্যাডেলিয়নের পথে পা বাড়ান। তাসকিন চতুর্থ ওভারে হাটট্রিক করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে উইকেট পেয়েছিলেন। তাসকিনের কাছে আয়ারল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে যাওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়েন এবং পরাজয়কে মেনে নেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আগামী ম্যাচেও ভাল পারফরমেন্স করার জন্য তৈরি হয়েছেন।

গতবারের থেকে এবারে একটু চাপটা বেশি মনে করছেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু



জয়পুর — 'চাপ রয়েছে গতবারের মতন এবারেও একইভাবে নিজদের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে পারব করতে হয়েছিল ওজরতার কাছে। তবে এবারেও কি একইভাবে দেখা যাবে রাজস্থানকে সেটা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ্যে মনেও চাপের মধ্যে যে রয়েছে সঞ্জু তা নিশ্চিত। তিনি মনে করেন, 'আমরা গতবার দারুণ পারফরমেন্স করে দেখিয়েছিলাম এবারেও সেই একই কথারি জমায়েত রাজস্থান রয়্যালস দলের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। গতবার দুরন্ত পারফরমেন্স করে এছাড়া সঞ্জুর সংযোজন, 'আমি রাজস্থান দলে যখন জয়গা পেয়েছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। এখন আমার বয়স আঠাশ। দশবছর দারুণভাবে এখানে যাবে রাজস্থানকে সেটা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ্যে মনেও চাপের মধ্যে যে রয়েছে সঞ্জু তা নিশ্চিত। তিনি মনে করেন, 'আমরা গতবার দারুণ পারফরমেন্স করে দেখিয়েছিলাম এবারেও সেই একই ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রস্তুত। তবে আগের বারের মতন পারব তো সেটা নিয়ে একটু চাপ রয়েছে। গতবার যে পারফরমেন্সটা করে

